কিশোর ক্লাসিক

স্কট ও'ডেলের

মান্তা ডায়াবলো

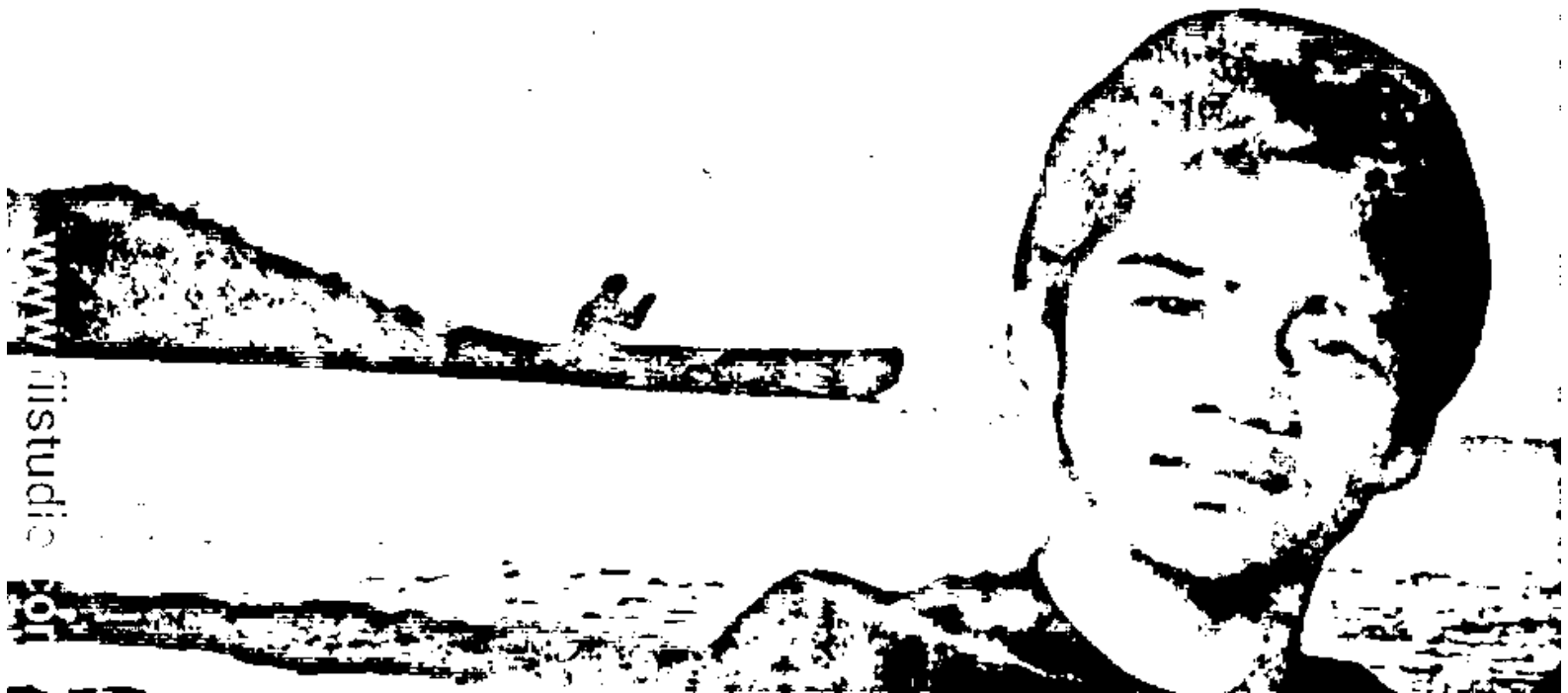

www.boiRboi.blogspot.com

কিশোর ক্লাসিক

মান্তা ডায়াবলো

মূল: স্কট ও' ডেল

রূপান্তর: কাজী শাহনূর হোসেন

কিংবদন্তীর মান্তা ডায়াবলো ভয়ঙ্কর এক সামুদ্রিক জীব। মেক্সিকোর লা পাজ শহরে ও আশপাশে তার সম্পর্কে অলৌকিক সব কাহিনী লোকের মুখে মুখে ফেরে। সাগরে ডুব দিয়ে, সেই মান্তা ডায়াবলোর গুহা থেকে প্রকাণ্ড একখানা কালো মুক্তো তুলে আনল কিশোর র‍্যামন সালাজার। ইন্ডিয়ান লোকেরা [illegible] বারবার করে হুঁশিয়ার করল ওকে, মু[illegible] [illegible]। [illegible]ইলে ভয়ঙ্কর আঘাত [illegible] [illegible], প্রাণ নিয়ে টানাটানি [illegible] যাবে। কিন্তু দুঃসাহসী র‍্যামন সালাজার ওর কথায় কান দিল না। ভুল করল [illegible]?

কিশোর ক্লাসিক

স্কট ও'ডেল-এর

মান্তা ডায়াবলো

রূপান্তর: কাজী শাহনূর হোসেন

প্রজাপতি প্রকাশন

মাত্তা ডায়াবলো

এক

ডেভিল ফিশ মান্তা ডায়াবলোর কথা জানে না এমন কেউ আমাদের লা পাজ শহরে নেই। শুধু কি তাই, উপকূলের আশপাশে আর বাজা ক্যালিফোর্নিয়া পর্বতমালায় যারা বাস করে তাদের কাছেও মান্তা ডায়াবলো পরিচিত নাম। এমনকি বাইরের দুনিয়ার বাসিন্দারাও এর নাম শুনেছে–তারা আমাদের এখানে এলে ও কথা জানতে পারি।

কিন্তু এত হাজার হাজার মানুষের মধ্যে মাত্র দু'জন স্বচক্ষে দেখেছে ওটাকে। আর তাদের মধ্যে বেঁচে আছে মাত্র একজন। সেই জীবিত মানুষটি আমি–র‍্যামন সালাজার।

লা পাজ আর বাজা ক্যালিফোর্নিয়ার বহু লোক দাবি করে তারা মান্তা ডায়াবলোকে দেখেছে। বুড়ো দাদুরা রাতের বেলা আগুন ঘিরে বসে নাতি-নাতনীদের নানারকম রোমহর্ষক কাহিনী শোনায়। মান্তা ডায়াবলো দেখতে কেমন, কী ভয়ঙ্কর তার ক্রোধ, কিভাবে দাদু লড়াই করেছে অমন হিংস্র ডেভিল ফিশের সঙ্গে এসব আরকি।

মায়েরা ভয় দেখায় বাচ্চাদের, 'তুমি যদি আবারও দুষ্টুমি করো, তাহলে কিন্তু সাগর থেকে মান্তা ডায়াবলোকে ডেকে আনব!'

আমার এখন ষোলো বছর বয়স, কিন্তু ছোটবেলায় মা বলত, 'র‍্যামন, তুমি যদি আবার এমন করো, আমি কিন্তু মান্তা ডায়াবলোর সাথে কথা বলব।' মা বলত, 'লা পাজ উপসাগরের সবচেয়ে বড় জাহাজটার চাইতেও বড় ওটা। চোখগুলো হলুদ। একটা দুটো নয়, সাত সাতটা চোখ ওর। দাঁতের সারিও সাতটা, একেকটা দাঁত তোমার বাবার ছোরাটার মত ধারাল। ওই দাঁতের কামড় একবার খেলে হাড়গোড় সব মটমট করে ভেঙে যায়।'

মার বান্ধবীরাও তাদের বাচ্চাদের মান্তা ডায়াবলোর ভয় দেখাত। ভাল হয়ে না চললে মান্তা তাদের কি দশা করে ছাড়বে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বর্ণনা করত। কেউ কেউ বলত ওর দাঁত আরও বেশি, আবার কেউবা বলত কম। কারও বর্ণনায় জানা যেত মান্তা ডায়াবলোর চোখ মাত্র একখানি।

আমার দাদু ছিলেন এ শহরের সবচাইতে জ্ঞানী লোক। লেখাপড়া জানতেন দাদু, লম্বা চওড়া কবিতা আওড়াতে পারতেন। তিনি রাতের বেলা

এবং দিনের আলোয় কয়েকবার নাকি মান্তা ডায়াবলোকে দেখেছেন। ধরে নেয়া যায় দাদুর কথা সত্যের অনেকটা কাছাকাছি। কিন্তু আমার দাদু তো ননই, কারও দাদু কিংবা মা-ই মান্তা ডায়াবলোর নিখুঁত ছবি ফুটিয়ে তুলতে পারেনি। ফাদার লিনারেস হয়তো আমাদের কৌতূহল মেটাতে পারতেন; কিন্তু তিনি ইহলোক ত্যাগ করেছেন। তিনি প্রথম মান্তা ডায়াবলোর দেখা পান–তাও সে একশো বছর আগেকার কথা।

তিনি বলতেন, 'ওটা ডাঙায় চলেফিরে বেড়াত। যেখানেই যেত খেতের ফসল বলে কিছু থাকত না, সব মরে যেত। আর সে কী ভয়ঙ্কর ছিল ওটার নিঃশ্বাস!'

ফাদার লিনারেস ঈশ্বরের নামে ওটাকে হুকুম করেন, সাগরে গিয়ে বাস করতে। এবং ওটা ভালমানুষের মত তাঁর আদেশ পালন করে।

ফাদার লিনারেস আর কখনও মান্তা ডায়াবলোকে দেখেছিলেন কিনা জানা নেই আমার, কিন্তু এটা জানা আছে সাগরে বাস করতে গিয়ে রূপ বদলে গেছে ওটার। আমার দেখা সবচেয়ে সুন্দর জীবিত প্রাণীতে পরিণত হয়েছে ওটা। হ্যাঁ, অদ্ভুত সুন্দর। কিন্তু বড় শয়তানও বটে–বহু বছর আগে যে ভয়ঙ্কর জীবটিকে ফাদার লিনারেস শুকনো ডাঙা থেকে তাড়িয়ে দেন ও ঠিক তেমনটাই রয়ে গেছে।

আমার রক্ত পানি হয়ে যেত, মাথার পেছনের চুল সড়সড় করে খাড়া হয়ে যেত মার মুখে ওটার কথা শুনলে। দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সত্ত্বেও আমি বিশ্বাস করতাম, মান্তা ডায়াবলো নিশ্চয়ই কোথাও না কোথাও আছে এবং ডাক দিলেই এসে পড়বে। তখন আমি ওটার দাঁত আর চোখ গুনে ফেলব। কিন্তু মা শেষমেষ বলত, 'শুনলে, মান্তা, আমার র‍্যামন লক্ষ্মী ছেলে, ও আর দুষ্টুমি করবে না বলছে। থাক, ওর হাড়গোড় ভেঙে দিয়ে কাজ নেই।'

সে সব অনেক আগের কথা। মান্তা ডায়াবলোকে নিজের চোখে দেখার অভিজ্ঞতা হয়েছে আমার, গ্যাসপার রুইজ আর আমি লড়াইও করেছি ওটার সঙ্গে। এখন প্রায়ই ভাবি কেন যে ওটার অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ করতাম।

কিন্তু শান্ত সাগরে মরণপণ লড়াইয়ের গল্প বলার আগে, পার্ল অভ হেভেনের কথা সবাইকে জানিয়ে রাখতে চাই।

দুই

মনে হয় বহুদিন। অথচ মাত্র গত গ্রীষ্মের কথা–আগস্টের এক উত্তপ্ত দিন–জানালায় বসে আমাদের পার্লারগুলোকে রওনা দেয়ার জন্যে তৈরি হতে দেখছিলাম। পার্লার মানে, যে জাহাজে করে লোকে মুক্তো আহরণ করতে যায় আরকি।

আমার বাবা ব্লাস সালাজার। মুক্তোর বড় ব্যবসায়ী–ভার্মিলিয়ন সাগরে এত নামকরা ব্যবসায়ী আর নেই। মুক্তোর জন্যে ভাল দাম দেয় সে এবং সারা দেশ থেকে আসা ক্রেতাদের কাছে বিক্রিও করে ন্যায্য দামে।

গত জুলাই মাসে, আমার জন্মদিনে, বাবা আমাকে পার্টনার করে নিয়েছে। ব্যবসার এখন আমিও একজন অংশীদার। অফিসের দরজার ওপরে একটা সাইনবোর্ড লাগানো হয়েছে।

আমাকে বাইরে নিয়ে গিয়ে, সাইনবোর্ডটা দেখিয়ে বাবা বলেছে, 'মালিক এখন দু'জন সালাজার, এবং এখন তারা মুক্তোও বিক্রি করবে আগের চাইতে দ্বিগুণ–এখনকার মুক্তোর মানও হবে ভাল। দুনিয়ার সব শহরে তারা মুক্তো বিক্রি করবে।'

'র‍্যামন,' বলেছিল বাবা, 'বুক টান টান করে দাঁড়াও আর বড় দেখে একটা কোট পরো। এই কোটটা পরলে তোমার কাঠির মত লিকলিকে হাত দুটো দেখা যায়।'

বয়সের তুলনায় ছোটখাট আমি। ওদিকে বাবা এতটাই দশাসই চেহারার লোক যে ছেলেকে পিচ্চি ভাবতে রাজি নয়।

'অফিসে এসো,' এবার বলে বাবা। 'লোহার বড় সিন্দুকটা কিভাবে খুলতে হয় দেখে নাও।' আমাদের সমস্ত মুক্তো থাকে ওই সিন্দুকটার ভেতর।

সব কটা বাক্স বের করে বাবা, ভেতরে কালো মখমল ওগুলোর, নানা বর্ণের, ছোট-বড় বিভিন্ন আকৃতির মুক্তো রয়েছে বাক্সে।

'আগামীকাল থেকে তোমাকে শেখাব কিভাবে মুক্তোর ওজন করতে হয়। মুক্তোর ওজন খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। বড়, ভারী কোন মুক্তো আকৃতি আর রঙের কারণে অনেক দামে বিকোতে পারে, কিন্তু এ দুটোর অভাবে

ধপাস করে সেই একই জিনিসের দাম পড়েও যেতে পারে।

'সোনা আর দামী পাথরের ওজন মাপা হয় ক্যারেটের সাহায্যে। এক গ্রামের এক পঞ্চমাংশ হচ্ছে এক ক্যারেট. কিংবা এক আউন্সের পনেরো ভাগের এক ভাগ। আকৃতির ব্যাপারটাও বুঝতে হবে। আর সবার শেষে শিখবে. কিভাবে আলোয় মুক্তো ধরে বুঝতে হয় জিনিসটা ভাল, মোটামুটি, নাকি নিচু মানের। আমার সমান বয়স যখন হবে তখন দেখবে তুমি দুনিয়ার সবচেয়ে ঝানু মুক্তো ব্যবসায়ী। তোমার ছেলেকে তখন শেখাতে পারবে আমার কাছ থেকে যা যা শিখেছ।'

চার মাস আগের সেই দিনটা একটানে বড় করে দিয়েছিল আমাকে। খুশির সীমা ছিল না আমার। কিন্তু তার সাথে সন্দেহের দোলাচলেও দুলছিলাম। পার্লার জাহাজে করে সাগরে যেতে এখনও না জানি কত বাকি আমার। সেই ছোটবেলা থেকেই মনের মধ্যে ইচ্ছে পুষে রেখেছি পার্লারে চড়ে মুক্তো তুলতে যাব।

বাবা তখন বলত, 'ষোলো বছর বয়স হোক তখন যাবে। গভীর পানিতে ডুব দেয়ার কায়দা তোমাকে শিখিয়ে দেব আমি।'

প্রায়ই কথাটা বলত সে। আমার বয়স এখন ষোলো পুরেছে, কিন্তু মুক্তোর জন্যে ডুব দেয়ার আগে অন্যান্য অনেক কিছু শিখে নিতে হবে আমাকে।

অফিসের দেয়ালে ছোট্ট এক জানালা আছে। চোর-ছ্যাঁচোড় এটা গলে ঘরে ঢুকতে না পারলেও, বাইরের দৃশ্য দিব্যি দেখা যায় ভেতর থেকে। তীরে লোকজন ঝিনুক খোলে, কিন্তু টেরও পায় না অলক্ষে নজর রাখা হয় তাদের ওপর।

ডেস্কে বসে আছি, পাঁচটা জাহাজ পাল তোলার জন্যে প্রস্তুত দেখতে পেলাম। বাবা লোকেদের তাগাদা দিচ্ছে, পই পই করে বলে দিচ্ছে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যাতে জাহাজে তুলে ফেলা হয়। জাহাজ আর তিন ঘণ্টার মধ্যে যাত্রা করবে।

আপাতত কাজ বলতে আমার ডেস্কের ওপর রাখা নটা মুক্তোর তুল্যমূল্য বিচার করা। সঠিকভাবে পরখ করতে পারব ওগুলো আশা করছি। যাচাই করতে হবে, তারপর খুঁটিনাটি বিবরণ খাতায় টুকে রাখতে হবে। আমার কাজের পোশাক আর ছুরিটা রয়েছে ডেস্কের নিচে, মানে বাবা অনুমতি দিলেই সাগর যাত্রায় বেরিয়ে পড়তে পারি আরকি।

সবচেয়ে বড় মুক্তোটা আমার আঙুলের শেষ ভাঁজটার সমান। কিন্তু জিনিসটা গোলাকার নয় এবং বেশ কিছু ত্রুটি আছে যেগুলো কাটছাঁট করে সারানোও সম্ভব নয়। খাতায় তাই লিখলাম, 'এক নম্বর। অদ্ভুত মুক্তো.

খারাপ রং। ৮.৭ ক্যারেট।' দ্বিতীয় মুক্তোটার আকৃতি চমৎকার। তুলে ধরতে দেখলাম হলদেটে এক রং ধারণ করছে ওটা। খাতায় টুকলাম, 'দুই নম্বর। গোল। ৩ ক্যারেট। সুন্দর রং।'

সাত নম্বর মুক্তোটার ওজন নিচ্ছি এমনিসময় অফিসের বাইরে বাবার পায়ের আওয়াজ শুনলাম। এবার খুলে গেল লোহার ভারী দরজাটা। বাবা দীর্ঘদেহী, শক্তিশালী পুরুষ। রোদে পুড়ে আর সাগরে থেকে থেকে মুখটা তামাটে হয়ে গেছে তার।

আমার ডেস্কের কাছে হেঁটে এসে খাতাটার ওপর দৃষ্টি রাখল বাবা।

'তুমি কাজে খুব চালু,' বলল। 'আমি বাইরে থেকে আসতে না আসতে ছটা মুক্তো যাচাই করে ফেলেছ।' একটা মুক্তো তুলে নিল বাবা। 'এটার সম্পর্কে কি লিখেছ?'

'গোল। সাড়ে তিন ক্যারেট ওজন। চলনসই রং।'

'চলনসই? উঁহুঁ! এ তো রাজার মুকুটে মানাবে!'

'গরীব রাজার মুকুটে,' বললাম আমি। 'আলোয় ধরলে ওটায় একটা বাদামী দাগ দেখতে পাবে।'

'ওটা কেটে বাদ দেয়া যায়।'

'মনে হয় না।'

মুচকি হাসল বাবা।

'আমারও সন্দেহ হচ্ছে–খুব দ্রুত শিখছ তুমি। আমাকে ছাড়িয়ে যেতে তোমার সময় লাগবে না।'

জাহাজ ছাড়তে আর এক ঘণ্টাও দেরি নেই।

'বাবা, তুমি কথা দিয়েছিলে আমার বয়স ষোলো হলে আমাকে সঙ্গে নেবে, কিভাবে মুক্তোর জন্যে ডুব দিতে হয় শেখাবে। আমি আজ যেতে চাই, বাবা।'

'তা হয় না। দু'জনেই যদি যাই তবে সালাজার পরিবারে আর কেউ থাকে না,' বলল বাবা। 'ধরো খোদা না খাস্তা যদি জাহাজডুবী হয় তাহলে আমাদের বংশের বাতি নিভে যাবে–লালবাতি জ্বলবে ব্যবসায়।'

'কিন্তু আজ তো ঝড়ের সম্ভাবনা নেই, কী চমৎকার দিনটা।'

'আজ! আজ! কিন্তু কালকের কথা কে বলতে পারে? আর ডেভিল ফিশদের কথা ভাবতে হবে না? অগুনতি মান্তা গিজ গিজ করছে সাগরে, আর সব কটা আমাদের জাহাজগুলোর চাইতেও বড় বড়।'

'দাদুর দেয়া ছোরাটা তো সাথে থাকবে আমার,' বললাম নাছোড়বান্দার

মত। 'আমাকে সাথে নিলে ঝুড়ি টেনে তুলতে পারব আমি, অন্যরা না হয় ডুব দেবে।'

হেসে উঠল বাবা।

'ওই পিচ্চি ছোরা নিয়ে তুমি লড়বে মাস্তাদের বিরুদ্ধে? না, এত বড় ঝুঁকি নেয়া ঠিক নয়।'

বাবার মুখের দিকে চেয়ে ছিলাম, টের পেলাম তার অভিব্যক্তি পাল্টে যাচ্ছে।

'গোলেটার বউ সকালে এসে বলে গেল ওর স্বামী অসুস্থ, আজ যেতে পারবে না। তোমাকে বলতে ভুলে গেছি। আমি গোলেটার বদলে যেতে পারি।'

বাবা গিয়ে দরজাটা খুলে দিল। আকাশের এবং গাছের পাতার দিকে চেয়ে কি যেন খুঁজল। বাতাস নেই। স্থির হয়ে রয়েছে গাছের পাতা। দরজা লাগিয়ে দিল বাবা। মুক্তোগুলো তুলে রাখল সিন্দুকে।

'এসো,' ডাকল আমাকে।

রক্ত ছলকে উঠল বুকের মধ্যে। নিমেষে ডেস্কের নিচ থেকে কাজের পোশাক বের করে নিলাম আমি। নিঃশব্দে বাইরে গিয়ে, উঁচু পাহাড়টার চূড়ায় দাঁড়ানো গির্জার রাস্তা ধরলাম বাপ-বেটা। জাহাজ ছাড়ার আগে বাবা এখানে আসতে কোনদিন ভুল করে না। যিশুমাতা মেরীর আশীর্বাদ কামনা করে, সব রকমের বিপদ-আপদ থেকে যাতে রক্ষা পায়। জাহাজ ফিরে এলে, এখানে এসে নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের জন্যে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে যায়।

ফাদার গ্যালার্ডোকে আমরা ঘুম থেকে ওঠালাম। খেয়ে-দেয়ে যথারীতি একটু ঘুম দিচ্ছিলেন তিনি। গির্জায় গিয়ে ফাদার ম্যাডোনার পাশে দাঁড়িয়ে, হাত বাড়িয়ে দিলেন।

'হে খোদা, তুমি এদের ওপর তোমার রহমত নাযিল করো। সাগরের সমস্ত বালা-মুসিবত থেকে তুমি এদের রক্ষা কোরো। এদের যাত্রা সফল করো এবং হে, খোদা, নিরাপদে এদেরকে বাড়ি ফেরার তৌফিক দান করো।'

ম্যাডোনার দিকে চোখ তুলে চাইলাম আমি। শ্বেত মর্মরে অনিন্দ্যসুন্দর লাগছে তাঁকে। অল্পবয়সী মুখটায় স্পেন দেশীয় মহিলাদের মত ডাগর আঁখি। এঁকে চিরদিনই ভালবেসেছি আমি, কিন্তু আজকের মত এতটা আর কখনও নয়।

বাইরে বেরিয়ে এলাম আমরা।

'তোমার মাকে বলেছ? বলোনি?—দেখি তার কাছে একটা লোক

নয়ই। তুমি গেলে আমাদের সবার কষ্ট হবে। এমনিতেই তো দেখি মনে হয় একলাই আমরা। আর তুমি বিদায় নিতে গেলে তোমার মা বেঁকে বসবে!

সূর্য পাটে বসলে, এসময় পাহাড় থেকে হনহন করে নেমে, তীরের-ফলার পা ফেলছিলাম আমরা।

তিন

পাঁচটা জাহাজ, আর প্রতিটায় চার থেকে পাঁচ জন করে লোক। আমাদের জাহাজে রয়েছি আমি, আমার বাবা, এক ইন্ডিয়ান এবং গ্যাসপার রুইজ নামে এক যুবক।

স্পেনের সেভিল থেকে নাকি এসেছে সে, তাই সবাই তাকে সেভিলানো বলে ডাকে।

লোকটা যেমন লম্বা তেমনি বলশালী। একমাথা ঘন, সোনালী চুল ওর। চোখজোড়ায় সাগরের নীল। খুবই সুদর্শন দেখতে, কিন্তু হলে কি হবে, লোকটার মুখ বড় খারাপ–দুনিয়ার সবাই যেন তার দৃষ্টিতে দুর্বল আর অকেজো। তার ধারাল জিভের ভয়ে সবাই তটস্থ।

গ্যাসপার রুইজের চেয়ে দক্ষ ডুবুরী দ্বিতীয়টি নেই। তিন এমনকি চার মিনিট অবধি পানির নিচে থাকতে পারে সে, বেশিরভাগ ডুবুরীর যেখানে দু'মিনিটেই দম খতম।

স্পেনে এবং অন্যান্য দেশে তার মহা মহা কাণ্ড-কীর্তির কথা ফলাও করে বয়ান করে ও। এসব কাহিনীর কোন কোন চুম্বক অংশের ছবি ওর গায়ের চামড়ায় আঁকা রয়েছে কালি দিয়ে, পিঠে এমনকি দু'পায়েও। ছবিতে দেখা যায় বুনো ভালুকের বিরুদ্ধে লড়ছে ও, মরণপণ যুঝছে অন্যান্য হিংস্র জীব-জানোয়ারের সঙ্গেও।

জাহাজ ছাড়ার একটু পরই লম্বা-চওড়া এক গপ্পো ফাঁদল গ্যাসপার রুইজ। মুরগির ডিমের চাইতেও আকারে বড় এক মুক্তো নাকি তুলে এনেছিল ও পারস্য উপসাগর থেকে।

'কি করলে ওটা দিয়ে?' জানতে চাইলাম আমি।

'ইরানের শাহের কাছে বেচে দিলাম। তারপর সে টাকা দিয়ে পার্লার জাহাজ কিনলাম কয়েক খানা। আজ আমার পায়ের ওপর পা তুলে খাওয়ার কথা; যদি না ঝড়ের কবলে পড়ত জাহাজগুলো। কিন্তু জাহাজ খোয়ালে কি হবে, আমার অসম সাহসিকতায় সব লোকের জীবন রক্ষা পায়।'

বাবার ব্যবসায়ে পার্টনার হওয়ার আগে সেভিলানোকে প্রায়ই দেখতাম সাগরতীরে। মানুষজন নিয়ে দল পাকিয়ে গল্প শোনাচ্ছে।

আজ আমাকে উদ্দেশ্য করেই গল্প ফেঁদেছে টের পাচ্ছি আমি।

পরিকর মুখেতে পারছি কাহিনীটা সত্যি, তাই প্রশ্ন করলাম, 'গল্পটা কি সত্যি?'

তুচ্ছ হাসি হাসল ও।

'ও, আমার কথা বিশ্বাস হলো না তোমার? তুমি ধনীর দুলাল, বড় বাড়িতে থাকো, ভাল ভাল খাবার খাও। কিন্তু সারা জীবনে কাজ করেছ কতটুকু? আমি হেন কাজ নেই যা করিনি এবং যা বলছি নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি। কাজেই আমার সাথে হুঁশ করে কথা বোলো।'

আমি কথা না বাড়িয়ে হাঁটা দিলাম; পেছন থেকে এনসব কানে এল, 'ওর লাল চুলগুলো দেখেছ? আফ্রিকানদের চুল এমন হয়। ওর গায়ে মুরদের রক্ত না থেকে পারে না।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে লড়াই করার ইচ্ছা জাগল, কিন্তু ও আমার চাইতে বয়সে-বলে অনেক বড়। তাছাড়া আমি সবার সামনে মারামারি শুরু করলে বাবা রেগে যাবে। বাবাকে অবশ্য ঘটনাটা জানিয়ে রাখলাম।

সে রাতে, খোলা সাগরে পড়তে, নেভিলানো তার লোকেদের জীবন বাঁচানোর গল্প ছুড়ে দিল, চাইছে আমি মতামত প্রকাশ করি; কিন্তু আমি ওর ফাঁদে পা না দিয়ে নীরবে শুনে গেলাম।

দিনের আলো ফুটলে, ঝিনুক-খেতে পৌঁছে গেলাম আমরা। বাবা আমাকে দেখিয়ে দিল ঝুড়ি কিভাবে টেনে তুলতে হয় আর ঝিনুক কোথায় রাখতে হয়। এবার বড়সড় এক পাথর তুলে নিল বাবা—ডুবো পাথর, দড়ি পেঁচানো গায়ে। জাহাজে দড়ির অপর প্রান্তটা বাঁধা। ঝুড়ি আর রশি হাতে বাবা জাহাজের একপাশ থেকে পানিতে নেমে গেল। তলদেশে না পৌঁছা পর্যন্ত নেমেই চলল। স্বচ্ছ পানি ভেদ করে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, ছুরি দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে পাথর থেকে ঝিনুক খসাচ্ছে বাবা, ভরে রাখছে ঝুড়িতে। ঝুড়ি ভর্তি হয়ে গেলে টান দিল দড়িতে, আর আমি টেনে তুললাম ঝুড়িটা। একটু পরে উঠে এল বাবা। বাবার দেখানো জায়গায় ঝিনুকগুলো উপুড় করে ঢেলে দিলাম আমি। তারপর পরবর্তী ডুবের জন্যে ডুবো পাথরটা টেনে উঠিয়ে নিলাম।

নেভিলানো বাবার আগে নেমেছিল পানিতে। বাবা যখন আবারও ডাইভ দিল, সে তখনও পানির তলে।

শেষমেষ উঠে এল নেভিলানো। আমার দিকে চোখ তুলে চাইল সে।

'কাজের কি অবস্থা?'

'শিখছি।'

'শেখার তেমন কিছু নেই,' বলল ও। 'ঝিনুকের ঝুড়ি তুলবে, তারপর তুলবে ডুবো পাথর—জায়গা মত ঢেলে দেবে ঝিনুক। তারপর খানিকক্ষণ

অপেক্ষার পর আবারও সেই একই ব্যাপার। এ তো কাজ নয়, দুধভাত।'

'ডুব দিয়ে পারলে হত,' বললাম।

'তা হত, কিন্তু তাতে ঝুঁকি আছে। নৌকায় থাকাই নিরাপদ।'

গোটা বিকেল ধরে বহুবারই দম নিতে মাথা তুলল ও, আমার উদ্দেশে চেঁচাল, 'সাবধান! দড়িতে পা বাধিয়ে বোসো না। পানিতে পড়বে ধপাস করে।'

'ও ঝগড়াটে টাইপের হলেও,' বলল বাবা, 'আমাদের বেরা ডুবুরী।'

আঁধার ঘনাল। নৌকাগুলো ভরাট হয়ে গেছে এবং বাড়ির উদ্দেশে রওনা দিলাম আমরা। চাঁদ আলো বিলাচ্ছে অকাতরে। সেভিলানো আঁকিয়ে বসে পারস্য উপসাগরের সেই মুক্তোটার গল্প জুড়ল। ওর কথা গিলছি আর কল্পনার জাল বুনছি আমি। স্বপ্ন দেখছি, ভার্মিলিয়ন সাগরের কোন এক নির্জন উপসাগরে নৌকায় রয়েছি আমি। একা। ঝুড়ি আর ডুবো পাথর নিয়ে তলদেশে নেমে পড়লাম। ঝিনুকে বোঝাই করে নিলাম ঝুড়িটা। এবার পানির ওপর ডুশ করে মাথা তুলে, নৌকায় উঠে পড়লাম, টেনে তুললাম ঝুড়ি। তারপর ঝিনুক খুলতে লাগলাম, একটার পর একটা। ফক্কা! আর একটা মাত্র বাকি। দুরুদুরু বুকে যেই খুলেছি ওটা, দেখি ভেতরে একটা মুক্তো, আমার মুঠো পাকানো হাতের চাইতেও বড়। আর এমনই তার দীপ্তি যেন আগুন জ্বলছে ভেতরে। জিনিসটা আর কিছু নয়, পার্ল অভ হেভেন।

ঠিক এসময় চুপ করে গেল সেভিলানো। সটান উঠে দাঁড়িয়ে আঙুল নির্দেশ করল।

'মান্তা!' গর্জন ছাড়ল। 'মান্তা ডায়াবলো!'

তড়াক করে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালাম আমি। নৌকাটা একটা ঢেউয়ের মাথায় চড়তে, রুপোলী এক অবয়ব নজরে এল আমার। চারশো গজ মত দূরে, পানির ওপর অর্ধেকটা শরীর ভাসিয়েছে।

বড় ভয়ঙ্কর সে দৃশ্য—গা শিউরে ওঠে। মান্তা ছোটও হয়, এক পাখনা থেকে আরেক পাখনা পর্যন্ত আড়াআড়ি মাত্র দশ ফিট। এর দ্বিগুণ আকারেরও আছে। তাদের মুখখানা এতই বিশাল, মানুষের মাথা আস্ত গিলে নিতে পারবে। দু'পাশে হাতের মত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রয়েছে, মুখে খাবার ঢোকানোর সুবিধে করে দেয়ার জন্যে। বেশিরভাগ মান্তার সাথেই একটা করে ছোট মাছ থাকে, মান্তার দেহের নিচে দিয়ে সাঁতরায় ওটা, মুখ গলে ইচ্ছে মত আসা-যাওয়া করে—দাঁত থেকে খাবার খুবলে খেয়ে পরিষ্কার করে দেয়।

ইন্ডিয়ান লোকটা বেজায়রকম ঘাবড়ে গেছে। হাঁটুর ওপর ধপ করে বসে

পরে ঈশ্বরের নাম জপতে লাগল।

সেভিগানো হাঁক ছাড়ল আবারও।

'মুক্তা ডায়াবলো!'

'না,' বলল বাবা। 'ওটা ডায়াবলো না। ডায়াবলো এরচেয়ে অনেক বড়। আমি চিনি ওটাকে।'

কোন সন্দেহ নেই, ইন্ডিয়ানটাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করছে সেভিগানো। বাবা সেভিগানোর কাছে উঠে গেল, লোকটা দাঁড়িয়ে ছিল যেখানে।

'না,' গলা চড়িয়ে বলল বাবা, ইন্ডিয়ান যাতে শুনতে পায়। 'এটা ডায়াবলো তো নয়ই, তার বোনও নয়।'

বাবা আর আমি জোছনা ভেজা রাতে বাড়ি ফিরছি এমনিসময় বাবা বলল, 'সেভিগানোকে সমঝে চোলো। ও গল্প বলার সময় এমন ভাব করবে যেন প্রতিটি শব্দ বিশ্বাস করছ। ও খুব বিপজ্জনক ছেলে। কোনদিন সেভিলে যায়নি, পারস্য উপসাগরের গল্পটাও নেহাত বানানো। কিন্তু কাছেই কালিকান নামে একটা জায়গা আছে, সেখানে অনেক মস্তানি করেছে ও—একবার তো একজনকে জানেই মেরে ফেলেছিল।'

বাড়ি ফেরার পথে আবারও স্বপ্নের ছবিটা ভেসে উঠল মনে; মস্ত এক মুক্তা তুলে পেয়েছি আমি। ইস, স্বপ্নটা সত্যি হলে সেভিগানো কি চমকানোটাই না চমকাত।

চার

চারদিন পরের কথা। জানালায় দাঁড়িয়ে রয়েছি, হঠাৎ ছোট এক লাল নৌকাকে লা পাজের দিকে তরতর করে এগিয়ে আসতে লক্ষ করলাম। নৌকাটা সোতো লুজন নামে এক ইন্ডিয়ানের।

বুড়ো লুজনকে দেখে খুশি হয়ে উঠলাম আমি। বাবার কাছে বহু বছর ধরে মুক্তো বিক্রি করছে সে। তিন মাস অন্তর আসে ও, এবং কখনোই একটার বেশি মুক্তো আনে না; তবে যেটাই আনে সেরা জিনিসটাই আনে। আমি বাবার ব্যবসায় যোগ দেয়ার পরপরই প্রকাণ্ড এক কৃষ্ণবর্ণ মুক্তো নিয়ে আসে ও। এবারও আশা করছি তেমনি একটা আনবে, কারণ আমাদের শেষ চালানে যে ঝিনুক এনেছি তার অল্প কটা থেকে মাত্র মুক্তো পাওয়া গেছে। তাও আবার ছোট এবং অতি সাধারণ মানের।

দরজা দিয়ে ঢুকে পড়েছে লুজন।

'বোসো,' বললাম আমি।

'ধন্যবাদ। আমি বরং দাঁড়িয়েই থাকি। সারা রাত দাঁড় বাওয়ার ধকল গেছে—আজ সকালে তোমাদের জাহাজগুলোকে দেখলাম। মালভারাভোর কাছে।'

'আইলা কেরালভোতে যাবে ওরা।'

'এখানে ঝিনুক কম বুঝি?'

'বলে কি! প্র-চু-র আছে।' মুক্তো বিক্রেতার কাছে কিছুতেই স্বীকার করা চলবে না ঝিনুকের স্বল্পতার কথা। তাহলে মাথায় চড়ে বসবে, চড়া দাম হাঁকবে।

'তাহলে তোমাদের নৌকা কেরালভোতে গেছে কেন?'

'গেছে কারণ বাবা কালো মুক্তো তুলতে চায়।'

শার্টের ভেতর থেকে এক টুকরো কাপড় বের করল বুড়ো।

'এই যে তোমার কালো মুক্তো।'

গোলাকার, চমৎকার জিনিসটা। তিন মাস আগে এমনই একটা কিনেছি ওর কাছ থেকে। ওজন নিলাম মুক্তোটার।

'দুশো পেসো,' বললাম। বাবার চাইতে পঞ্চাশ পেসো বেশি সাধলাম, কারণ বুড়োর সাহায্য দরকার পড়বে আমার।

'এখানে কালো মুক্তা ওখানে নিশ্চয়ই আছেও তাহলে,' একটু পরে বললাম আমি। 'আমাকে তোমার সাথে নেবে? আমি একটু ডুব দিতাম। হয়তো মুক্তা পেয়ে সব কষ্টের জন্য দাম ধরে দেব।'

'কিন্তু,' বলল দুজন। 'তুমি তো ডুবুরী নও।'

'তুমি শিখিয়ে দেবে আমাকে।'

'তোমার বাবা চায় না সাগরে গিয়ে তুমি হাত-পা খোয়াও। তার পর যদি আর না-ই ফিরে আসো।'

'বাবা গেছে ক্যালেক্সিকোতে। ফিরতে ফিরতে কমপক্ষে এক সপ্তাহ। আর আমার মা-বোন লরেটো শহরে আছে। সবচেয়ে বড় কালো মুক্তোটা খুঁজব আমি, তারপর ওটা তুলে এনে তোমাকে দাম মিটিয়ে দেব।'

'দশ বছর ধরে ওটা খুঁজছি আমি। আর তুমি এক হপ্তার মধ্যেই পেয়ে যাবে?'

'কপাল ভাল থাকলে এক ডুবেও পাওয়া যায়।'

বুড়ো তার স্ত্রী আর পাঁচ সন্তানের কথা ভাবছে। তাদের মুখে প্রতিদিন খাবার তুলে দিতে হয় তাকে।

'বেশ,' বলল ও। 'কিছু খাবার-দাবার কিনে নিই তারপর যাওয়া যাবে।'

মুক্তোগুলো সিন্দুকে পুরে দরজা লাগিয়ে দিলাম।

সাগরতীরের উদ্দেশে হাঁটছি আর মাথার মধ্যে খেলা করছে বিশাল মুক্তোটার কথা। সেভিলানোর গল্প শুনতে শুনতে কল্পনায় ভেসে উঠেছিল যেটার ছবি। ভাবছি, র‍্যামন সালাজারের তুলে আনা মুক্তোর কথা যখন সারা শহরের লোক বলাবলি করবে, তখন কেমন হবে ওর মুখের চেহারা?

এক বোকা আর না হয় ছেলেমানুষ ছাড়া এমন স্বপ্ন কেউ দেখে না।

কিন্তু তারপরও তো, দুনিয়ায় অনেক অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটে। ঘটে না?

পাঁচ

পুবাকাশে আলো ফুটি ফুটি করছে এমনিসময় লেগুনে পৌঁছলাম আমরা। লুজন এখানেই বাস করে। প্রকাণ্ড দুটো পাথর ঢোকার রাস্তা তৈরি করেছে লেগুনে—একটা নৌকা অনায়াসে ঢুকে যাবে এর ভেতর দিয়ে।

আমরা লেগুনে প্রবেশ করার পর লুজন তার হ্যাট উঁচু করল। লেগুনের দু'পাশ থেকেই পাহাড়সারি সোজা এসে নেমেছে সাগরের পানিতে। দূর প্রান্তে, সাগর তীর কালো বালিতে ছাওয়া। দুটো গাছ আর ক'খানা কুঁড়ে রয়েছে ওদিকটায়। আগুন জ্বেলে নাস্তা তৈরি করা হচ্ছে কুঁড়েগুলোয়।

আর দশটা লেগুনের মত এটাও একটা, কিন্তু একটা ব্যাপার ভাল লাগল না আমার—খচখচ করতে লাগল মনটা। লেগুনের ওপর ঝুলে থাকা লাল কুয়াশার মেঘ এজন্যে দায়ী নয়। কালো বেলাভূমিরও কোন হাত নেই এর পেছনে। অন্য কিছু একটা আমার অস্বস্তির কারণ।

লুজনের নৌকা ধীরে আর নিঃশব্দে ভেসে চলেছে লেগুনের বুকে। চুপ করে বসে ও।

ধূসর এক হাঙর ঘুরপাক খাচ্ছে নৌকার চারপাশে। লুজন ওটাকে ইশারায় দেখাল, কিন্তু মুখে কোন শব্দ করল না। কুঁড়েগুলোর কাছে আমরা পৌঁছনো না পর্যন্ত বোবা মেরে রইল সে।

'লেগুনে থাকার সময় কথা বলা ঠিক না,' বলল এবার। 'ডুব দেয়ার সময় কথাটা মনে রেখো। একজন কিন্তু ওত পেতে সব কথা শোনে আর একটুতেই রেগে যায়।'

'কার কথা বলছ?'

'মাস্তা ডায়াবলো।'

'ওহ্, সে কি এখানে তোমাদের লেগুনে বাস করে নাকি?'

'হ্যাঁ। ঢোকার মুখে যে বড় গুহাটা আছে সেটায় থাকে। আরেকটা গর্ত আছে ওখানে, গোপন গর্ত। ওটা দিয়ে বেরিয়ে যায়।'

লুজনের কুঁড়েয় নাস্তা সেরে, খানিক ঘুম দিয়ে নিলাম। তারপর আরেকবার পেট পুরে খেলাম। এবার লেগুনে ফিরে, নৌকা নিয়ে পাথরসারির উদ্দেশে এগোলাম, মুক্তো সচরাচর যেখানটা থেকে পাওয়া যায়।

লুজন বলল, 'কুয়াশা কেটে গেলে বুঝতে হবে মান্তা চলে গেছে। কুয়াশা নেই এবং পানি এখন স্বচ্ছ সবুজ।

'ও চলে গেছে,' বললাম আমি। 'এখন কথা বলা যায়।'

'অল্প স্বল্প কথা বলতে পারো। কিন্তু কি বলছ বুঝেশুনে বোলো। লেওনে তার অনেক ইয়ার-বন্ধু আছে। ওরা সব শোনে, আর সে ফিরে এলে সব বলে দেয়।'

'ভয় পাচ্ছ নাকি? ডুব দিতে চাও না?'

'না। ডায়াবলোকে ভয় পাই না আমি। আমার বাপ-দাদারাও তাকে ভয় করত না। আমরা জানি এটা তার লেওন। তাই ঢুকতে বেরোতে তাকে ইজ্জত দেখিয়ে হ্যাট তুলি। আর তাই সে-ও কালো মুক্তো তুলতে আমাকে বাধা দেয় না। কালো মুক্তো তো আসলে তার, কিন্তু আমি একটা দুটো নিলে কিছু মনে করে না।'

দক্ষিণ তীরে গেলাম আমরা। তারপর থেমে পড়লাম।

'এবার,' বলল ও, 'তোমাকে শেখাব কিভাবে ডুব দিতে হয়। আগে ঠিকভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়া শিখতে হবে। আমাকে লক্ষ করো।'

দীর্ঘ কয়েকটা শ্বাস টানল ও। তারপর হুশ করে নিঃশ্বাস ছেড়ে দিল।

'এভাবে করো,' বলল আমাকে। 'বেশি করে দম নাও।'

লম্বা করে শ্বাস নিলাম আমি।

'আরও,' বলল ও। চেষ্টা করলাম আবার। 'আরও, আরও!'

ওর কথা মত চেষ্টা করলাম।

'প্রথমবার যেহেতু এতেই চলবে। কিন্তু আরও ভালভাবে শিখে নিতে হবে তোমাকে। চলো, দু'জনে এবার একসাথে ডুব দেব।'

অনেকগুলো ঝুড়ি ভর্তি ঝিনুক তোলা গেল সেদিন বিকেলে, কিন্তু অল্প কটা খুদে খুদে মুক্তো ছাড়া কপালে আর কিছু জুটল না। পরদিন, এবং তার পরদিনের অবস্থাও তথৈবচ।

চতুর্থ দিন, আমাকে একাই যেতে হলো, কারণ সোতো লুজন হাতে ব্যথা পেয়েছে–অন্তত আমাকে তো তাই বলল।

পার্ল অভ হেভেন এদিনই খুঁজে পাই আমি।

ছয়

রাতের খাবার খেয়ে নিয়েছিলাম আমরা। মহিলারা আর বাচ্চারা শুতে চলে গেছে। আগুনের পাশে বসে লুজন আর আমি।

'তুমি লেগুনের সবখান থেকে ঝিনুক তুলেছ,' বললাম আমি। 'কিন্তু গুহায় কখনও ঢোকোনি।'

'না, ঢুকিনি। আমার বাপ-দাদারাও ওখানে কখনও ঢোকেনি।'

'ওখানে বড় মুক্তো থাকতে পারে।'

সোতো লুজন নিরুত্তর। উঠে পড়ল সে, খড়ি জোগাল আগুনে। তারপর বসে পড়ল আবার।

'বড় মুক্তোটা,' বললাম আমি, 'পার্ল অভ হেভেন হয়তো ওখানেই আছে।'

চুপ করে থাকল লুজন, তবে আমার দিকে কেমন এক দৃষ্টিতে চাইল। বুঝতে পারলাম আমি, মান্তা ডায়াবলোকে যমের মত ভয় করে ও; গুহায় ঢুকতে চাইছে না। এবং আমাকে যদি যেতে হয় ওই গুহায় তবে একা যেতে হবে। সেটা তৃতীয় দিন রাতের কথা।

চতুর্থ দিন সকালে, সৈকতে গেলাম আমি। লুজন আসেনি। আগেই বলেছি হাত ব্যথার দোহাই দিয়েছে ও।

আমার দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল সে, ওর চোখের ভাষা পরিষ্কার বুঝতে পেরেছি আমি।

পানির ওপর লাল কুয়াশার চাদর। আড়াআড়ি লেগুন পার হয়ে, মান্তা ডায়াবলোর কথিত গুহাটার উদ্দেশে বৈঠা মেরে এগোলাম। শেষমেষ, ঘণ্টা খানেক বাদে, খুঁজে পেলাম ওটা। অতিকায় এক পাথরের নিচে, পুব দিকে মুখ করা গোপন এক গুহা। গুহা মুখটা ত্রিশ ফিটের মত চওড়া আর মাথায় ছ-সাত ফিট হবে। মানুষের হাঁয়ের মত নিচের দিকে নেমে গেছে ওটা। লাল কুয়াশার জন্যে তলদেশ দেখতে পেলাম না। কাজেই সূর্য আরও চড়াও হয়ে কুয়াশা না কাটা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হলো। এবার গুহার ভেতর খানিক দূর পর্যন্ত দৃষ্টিসীমার মধ্যে এল।

প্রবেশমুখ দিয়ে ঢুকে পড়লাম আমি। উঁচু ছাদের বিশাল এক কামরায় এসে পৌঁছুলাম। দেয়ালগুলো কালো, গুহামুখ দিয়ে চুইয়ে ঢোকা আলোয় ঝিকোচ্ছে। গুহার ঠোঁটের কাছে পানি একেবারে টলটলে পরিষ্কার।

তলদেশে পড়ে থাকা ঝিনুক দেখতে পাচ্ছি স্পষ্ট।

ঝুড়ি আর দড়ি পেঁচানো ডুবো পাথরটা নৌকা থেকে তুলে নিলাম। এবার বুক ভরে গভীর শ্বাস টেনে, নৌকার একপাশ থেকে ডুব দিলাম পানিতে।

প্রায় বারো ফিটের মত নেমে গেছি সাগরের নিচে। ওপর থেকে লক্ষ করা ঝিনুকগুলো ওই যে। বড়জোর পাঁচ পা এগোলেই হাতে পাব। এত বড় বড় ঝিনুক আগে কখনও দেখিনি। এক ফুটেরও বেশি লম্বা আর তেমনি পুরু। মেয়েদের চুলের মত দেখতে এক ধরনের সামুদ্রিক উদ্ভিদে ছেয়ে রয়েছে। সবচাইতে কাছেরটা বেছে নিলাম আমি, এটা হাতে পাওয়াই সবচেয়ে সহজ মনে হলো। ছোরা বের করে খোঁচাচ্ছি ওটাকে, কিন্তু একগাদা চুনোপুঁটি সাঁতরাচ্ছে চোখের সামনে। ফলে পাথর থেকে ঝিনুকটা ঘসাতে পারার আগেই দম নেয়ার জন্যে মাথা জাগাতে হলো।

ছ'বার ডাইভ দিলাম আমি এবং ত্রস্ত হাতে কাজ করলাম প্রতিবার। পাথরে সেঁটে থাকা বিরাট ঝিনুকটা কাটার চেষ্টা করছি ছুরি দিয়ে। আমার জন্মের বহু বছর আগে থেকেই এই পাথরটা ওর ভিটে মাটি, এত সহজে নিজের ঘর ছাড়তে চাইবে কেন ওটা?

তখন শেষ বিকেল। আলো কমে এসেছে। আমার দু'হাত কেটে-ছড়ে রক্তে মাখামাখি। সাগরের নোনা পানি লেগে চোখের দফারফা। ঠিকমত দৃষ্টি চলছে না। নৌকায় বসে চিন্তা করছি বেহুদা কতগুলো ঘণ্টা নষ্ট করলাম, কিন্তু লাভটা হলো কি? সেভিলানো আর তার কথিত মুক্তোর কথাও ঘুরপাক খাচ্ছে মাথার মধ্যে।

লম্বা করে দম নিয়ে ডুব দিলাম আবার। ছুরির এক পোঁচেই এবার খুলে এল নাছোড় ঝিনুকটা। এক পাশে কাত হয়ে পড়ে গেল। দুই প্যাঁচে দড়িতে বাঁধলাম ওটাকে। তারপর সাঁতরে ওপরে উঠে নৌকায় চড়লাম। টেনে তুললাম ঝিনুকটাকে। জিনিসটা এতটাই ভারী যে নৌকার পেছনদিকে ওটাকে বেঁধে রাখতে হলো। এবার দাঁড় বাইতে লাগলাম।

লেগুনের ওপ্রান্তে, গাছ-গাছালির জটলায় সোতো লুজন দাঁড়িয়ে, লক্ষ করলাম। গুহার দিকে দৃষ্টি স্থির রেখে সারাদিন ওখানে দাঁড়িয়ে ছিল ও। ডায়াবলোকে বলছিল, 'আমি ওকে গুহায় ঢুকতে বলিনি, কাজেই দোহাই তোমার, আমার ওপর রাগ কোরো না।'

আমি যদি পানিতে পড়ে যাই, ও আমাকে উদ্ধার করার চেষ্টা করবে না। কিন্তু এও বুঝি, মুক্তো খুঁজে যদি পাই বখরা ঠিকই দাবি করবে সোতো লুজন। তাতে ডায়াবলোর রাগান্বিত হওয়ার কারণ নেই। আমাকে যেহেতু

মুক্তো খুঁজতে সাহায্য করেনি ও।

আমি বেলাভূমিতে পৌঁছতে এগিয়ে এল সোতো। তার ভাবখানা এমন যেন মুক্তো পেলাম কিনা তাতে তার কিছু এসে যায় না। এভাবে হয়তো ডায়াবলোকে, তার বন্ধু-বান্ধব, ধূসর হাঙর ও অন্যান্য মাছেদের দেখাতে চায়, সে, সোতো লুজন, আমার সঙ্গে কোনমতেই জড়িত নয়।

সৈকতে টেনে তুললাম ঝিনুকটাকে।

'মস্ত বড়!' বলে উঠল ও, 'এত বড় ঝিনুক আমি আগে কখনও দেখিনি। সাগরের সমস্ত ঝিনুকের দাদা এটা।'

'ওই গুহায় এর পরদাদারাও আছে,' বললাম। 'সেগুলো আরও বড়।'

'তাই যদি হয়,' বলল ও। 'তাহলে একটা নিলে ডায়াবলো হয়তো কিছু মনে করবে না। একটু হয়তো রাগ করবে, সে তেমন কিছু না।'

ঝিনুকের মুখটা বন্ধ ছিল এবং চিড়ের মধ্যে ছোরা ঢোকানো মুশকিল হয়ে গেল।

'তোমার ছুরিটা দেবে?' বললাম আমি। 'আমারটায় কাজ হচ্ছে না। পাথর থেকে ঝিনুকটাকে খসানোর সময় ভোঁতা হয়ে গেছে।'

লুজন তার ছুরিতে হাত রেখে আবার সরিয়ে নিল।

'তোমারটা ব্যবহার করলেই ভাল হয়,' বলল।

শেষমেষ খুলতে পারলাম ঝিনুকটা। ভেতরের নরম মাংসে একটা আঙুল গলিয়ে দিলাম। শক্ত একটা জিনিস ঠেকল আঙুলে। মুক্তো। বের করে আনলাম ওটাকে। সিকি ইঞ্চি চওড়া। একই আকারের আরেকটা বেরিয়ে এল; তারপর তৃতীয় আরেকটা।

লুজন কাছিয়ে এসে জরিপ করছে আমাকে। ঘাড়ের ওপর ওর নিঃশ্বাস টের পাচ্ছি আমি।

ঝিনুকটার দেহের নিচে মাংস পিণ্ডে ধীরে ধীরে হাতটা রাখলাম। শক্ত কিসের যেন অস্তিত্ব অনুভব করলাম।

'না!' বলে উঠলাম। 'এতবড় মুক্তো হতে পারে না।'

টেনে বের করে আনলাম ওটাকে, এবার সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে সূর্যের দিকে তুলে ধরলাম, মনে হলো কোনভাবে বুঝি একটা পাথর ঢুকে গেছিল ঝিনুকটার পেটে।

জিনিসটা গোল, ধোঁয়াটে রঙের। হাতের তালু ভরিয়ে তুলেছে ওটা। সূর্যরশ্মি গভীরে প্রবেশ করে রুপোলী আলোয় আলোকিত করে তুলেছে ওটাকে। আমার হাতে এটা পাথর নয়, সেই কিংবদন্তীর পার্ল অভ হেভেন।

'ঈশ্বরের মা!' অনুচ্চ কণ্ঠে বলে উঠল লুজন। 'ঈশ্বরের মা!'

শঙ্খের পাউচের এক ফালি ছিঁড়ে নিয়ে মুক্তোটা রাখলাম তার মধ্যে। তারপর বাড়িয়ে দিলাম সুজনের উদ্দেশে।

'এর অংশও তোমার,' বললাম।

আঁতকে উঠে পিছু হটে গেল বুড়ো।

'না পারে না যাওয়া পর্যন্ত আমার কাছে রাখতে বলছ?' প্রশ্ন করলাম।

'হ্যাঁ। সেটাই ভাল হয়,' বলল বুড়ো।

'যাব কখন আমরা?'

'শিগগিরই,' বলল সুজন। 'ভাটাবেলা বাইরে গেলে, তবে এসে যাবে। আর বড়ুয়া তবে তখন মুক্তোর কথাটা বলে দেবে।'

সাত

খাওয়ার জন্যে দেরি করলাম না আমরা। নৌকাটা আমি যখন টেনেটুনে পানিতে নামাচ্ছি, লুজন তখন তার কুঁড়ে থেকে কিছু কর্ন-কেক নিয়ে এল।

ওহাটার পাশ দিয়ে যাচ্ছি, হ্যাট ঘুঁয়ে বিড়বিড় করে কি সব যেন বলল ও।

আকাশে আধখানা চাঁদ। মাঝরাত নাগাদ পিকিলিক উপসাগরের কাছাকাছি পৌঁছে গেলাম আমরা। দূরে দেখা যাচ্ছে লা পাজের আলোর মালা। হঠাৎ ঝট করে পেছনদিকে চাইল লুজন। লেগুন ছাড়ার পর থেকে কয়েকবার এমন করেছে সে।

হাত তুলে ইশারা করল ও। 'ওই যে, মান্তা ডায়াবলো।' শান্ত সুরে বলল।

বহু পেছনে লক্ষ করলাম জিনিসটাকে—পানি কেটে বিরাট কিছু একটা এগিয়ে আসছে।

'ওটা মান্তা ঠিকই,' বললাম আমি অভয় দিয়ে। 'কিন্তু মান্তা ডায়াবলো নয়। এটাকে আগেও দেখেছি আমি। এই তো গত হপ্তায়ই।'

'এটাই মান্তা ডায়াবলো,' ডাঙার দিকে নৌকার মুখ ঘোরাল ও। 'আমরা পিকিলিক যাচ্ছি।'

'কিন্তু,' প্রতিবাদ করলাম আমি, 'লা পাজ তো বেশি দূর নয়।'

'বহু দূর। লা পাজে কোনদিন পৌঁছতে পারব না আমরা।'

সর্বশক্তিতে বৈঠা মারছে ও, নৌকাটা যেন উন্মাদের মত নাচানাচি করছে সাগরের পানিতে। লুজনের ধারণা মান্তা ডায়াবলো আমার চুরি করা মুক্তোটা কেড়ে নিতে এসেছে। সাধ্যমত দাঁড় বাইছি আমিও আর শার্টের ভেতর রাখা মুক্তোটার কথা ভাবছি। সেভিলানোকে কেমন হকচকিয়ে দেয়া যাবে কল্পনা করছি। আমার বাবা আর শহরসুদ্ধ লোক মুক্তোটা দেখে কি কি বলবে ঘুরছে মগজের মধ্যে।

পিকিলিক উপসাগরের প্রবেশমুখের ভেতর এই মাত্র ঢুকে পড়েছি আমরা।

'মান্তা ডায়াবলোকে দেখতে পাচ্ছ?'

'না,' বললাম আমি। 'তার ছায়াও দেখতে পাচ্ছি না কোথাও।'

ভয়ানক এক শব্দ উঠল এসময়, মনে হলো আমাদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে। দু'পাশ থেকে বিরাট বিরাট ঢেউ উঠছে এবং সেগুলো নিক্ষিপ্ত হচ্ছে আমাদের মাথার ওপরে। নাগরদোলার মত শূন্যে উঠে গেল নৌকা এবং সাগরে ছিটকে পড়লাম আমি।

সুজনকে দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু তার গলা শুনতে পাচ্ছি। চেঁচাচ্ছে ও। মাথায় প্রথম উঁকি দিল মুক্তোটার চিন্তা। শার্টের ভেতর হাতড়াতে টের পেলাম যথাস্থানেই আছে ওটা। সাঁতরে তীরে গিয়ে উঠলাম আমি। আমার আগেই বেলাভূমিতে পৌঁছেছে সুজন। সটান দাঁড়িয়ে, মুক্তোটা তুলে ধরে দেখালাম খোয়া যায়নি।

'ওটা সাগরে ছুঁড়ে ফেলে দাও!' বলল ও। 'ডায়াবলো ওটার জন্যে অপেক্ষা করছে। যতক্ষণ না পাবে শান্ত হবে না।'

রুপসাগর এমুহূর্তে শান্ত। তাতে নৌকাটা ছাড়া আর কোন কিছুর চিহ্নমাত্র নেই। কোথায় ডেভিল ফিশ, ত্রিসীমানায় নেই।

'মুক্তোটা হারায়নি,' বললাম। 'দিব্যি বেঁচেও রয়েছি। তাড়াতাড়ি হাঁটলে ভোরের আগে লা পাজে পৌঁছতে পারব।'

'আমি মুক্তোর সাথে ওখানে যাব না। সকাল পর্যন্ত এখানে থেকে নৌকাটা উদ্ধার করব। মুক্তো তোমার। তুমি খুঁজে পেয়েছ, ওটার ওপর আমার কোন হক নেই।'

আমার কাছ থেকে এমনভাবে সরে গেল লোকটা আমি যেন মারাত্মক ছোঁয়াচে রোগী।

'এটা কিন্তু মেলা টাকার মাল,' লোভ দেখিয়ে বললাম। 'পরে পস্তাবে তুমি।'

'কক্ষনো না! কোনদিন পস্তাব না।'

'এই যে, ছোট মুক্তো তিনটে রাখো।'

'দাও, সাগরে ফেলে দেব ওগুলো।'

'সে তোমার ইচ্ছে।'

'আর,' বলল সে। 'তোমারও উচিত হবে বড়টা সাগরে ফেলে দেয়া। তা যদি না করো, মান্তা ডায়াবলো কিন্তু একদিন না একদিন ঠিকই ওটা ফিরিয়ে নিয়ে যাবে, সঙ্গে বেঘোরে তোমার প্রাণটাও যাবে।'

পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিলাম আমরা। তারপর লা পাজের আলো লক্ষ্য করে হাঁটা দিলাম আমি। লা পাজ মাত্র দশ মাইল। আঁধার থাকতেই ওখানে পৌঁছে গেলাম।

আট

সূর্য উঠি উঠি করছে এমনিসময় সালাজার অ্যান্ড সানের অফিসে গিয়ে ঢুকলাম। ভেজিয়ে দিলাম দরজা। কাপড় থেকে বের করলাম মুক্তোটা।

বাষট্টি ক্যারেট-চার আউন্স প্রায়-ওজন নিয়ে জানলাম। একশো পনেরো গ্রাম।

কাপড়ের টুকরোয় মুক্তোটা মুড়ে রেখে দিলাম আবারও। ইতোমধ্যে দিনের আলো ফুটেছে এবং রাস্তা-ঘাট সরগরম হয়ে উঠছে। যথারীতি পরিচিতজনদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করলাম। পোস্ট অফিসের কাছে যে মহিলা হট ড্রিঙ্কস বিক্রি করে তার সাথে খোশমেজাজে গল্প করলাম।

স্কয়্যারে, আমাদের বাড়িতে এলাম তারপর। রাতের বেলা লোহার মস্ত ফটকটা বন্ধ থাকে। বেল বাজাতে ইন্ডিয়ান কাজের লোকটা দরজা খুলে দিল। ওকে 'শুভ সকাল' বলে সোজা রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকলাম। তারপর যেন কিছুই হয়নি এমনি ভাব করে গোগ্রাসে নাস্তা করলাম। এমনই স্বাভাবিক আচরণ করছি যেন ভার্মিলিয়ন সাগরের সব-সেরা মুক্তোটা আমি খুঁজে পাইনি।

এরপর নিজের কামরায় গিয়ে শুয়ে থাকলাম। বালিশের নিচে রাখলাম মুক্তোটা। ঘুমানোর চেষ্টা করছি, কিন্তু ঘুম এলে তো। মনে মনে বলছি, মুক্তোর কথা ভাবব না, বাবা এমনকি সেভিলানো-তাদের কথাও ভাবব না। কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল ঘুমের দেখা নেই। হঠাৎ মনে পড়ল, আরে, অফিসের দরজায় তো তালা মারতে ভুলে গেছি। চট করে উঠে পড়লাম, মুক্তোটা শার্টে ভরে পাহাড়ের চড়াই ভেঙে নামতে লাগলাম।

হট ড্রিঙ্কস বিক্রেতা মহিলার পাশ দিয়ে যাচ্ছি, আমাকে নাম ধরে ডাকল। মাঝে মাঝে ছোটখাট মুক্তো বিক্রি করে সে। লম্বা এক নাক রয়েছে তার এবং সেটাকে সবখানে গলাতেও দ্বিধা নেই। লা পাজ শহরে কি হচ্ছে না হচ্ছে সব তার নখদর্পণে।

'আজ সকাল থেকে দেখছি খুব ছটফট করছ তুমি,' বলল ও।

'সকালটা খুব সুন্দর তো হাঁটাহাঁটি করতে ভাল লাগছে।'

'কথা আছে,' গোপনীয়তার সুরে বলল মহিলা। 'কান্টুকে চেনো? পিকিলিক্কের জেলে পাড়ায় থাকে?'

'চিনি।'

'ও একটু আগে এসেছিল। বলল মস্তবড় এক মুক্তো কে নাকি পেয়েছে। তুমি এব্যাপারে কিছু শুনেছ নাকি?'

'প্রত্যেক সপ্তায়ই বড় মুক্তো পাচ্ছে লোকে, এবং প্রতিবারই দেখা যায় ব্রেক গুজব।'

বাবা ফেরা না পর্যন্ত কাউকে কিছু জানাতে চাইছি না। কখন এবং কিভাবে খবরটা শহরকে জানাবে তা বাবাই ঠিক করবে। আমি আগ বাড়িয়ে মাতবরী মারতে গেলে বাবার সম্মান ক্ষুণ্ন হবে। কাজেই বাউ করে দ্রুত সটকে পড়লাম।

মোড় যেই ঘুরেছি দেখি আমাদের অফিসের সামনে লোকের জটলা। তখুনি ঘুরে দাঁড়িয়ে বাড়িমুখো হলাম, কিন্তু কে যেন চেঁচিয়ে উঠল, 'ওই যে! র‍্যামন।'

সবার দৃষ্টি এখন আমার দিকে। বাড়ি গিয়েও শান্তি পাব না টের পাচ্ছি, এরা পিছু নেবে। কাজেই জনতার উদ্দেশে এগিয়ে গিয়ে মুখোমুখি হলাম।

কেউ কেউ গলা ছেড়ে চেঁচাচ্ছে, 'মুক্তো! মুক্তো!' আর অন্যরা তাল দিচ্ছে, 'দেখাও! দেখাও!'

আমি চোখে-মুখে বিস্ময়ের অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করলাম।

'কিসের কথা বলছ?' সাধু সেজে প্রশ্ন করলাম। তারপর সোজা অফিসে গিয়ে ঢুকে দরজা লাগিয়ে দিলাম। মুক্তোটা সিন্দুকে তুলে রেখে ডেস্কে বসলাম। দেয়ালের ছোট্ট জানালাটা দিয়ে উঁকি ঝুঁকি মারছে একটা ছোট ছেলে। কার পিঠের ওপর দাঁড়িয়ে যেন জনতার উদ্দেশে চলতি ধারাবিবরণী দিচ্ছে। খাতাটা খুললাম আমি।

'ও খাতা খুলেছে,' চাউর করল পিচ্চি।

বাইরে ক্রমেই জনতার চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং মাঝদুপুর নাগাদ রাস্তাটা লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। জানালার ছেলেটি ক্লান্ত হয়ে একসময় পিঠটান দিল। কিন্তু আমি ডেস্কে বসে লিখে চলেছি। মাথায় যা আসছে তাই লিখছি আসলে। আর ভাবছি কেবল বিশালকায় ওই মুক্তোটার কথা।

ইস, বাবা কখন যে ফিরবে। আমি সামাল দিতে পারব না জনতাকে, কিন্তু বাবা ঠিক পারবে।

দুটোর দিকে ভিড়ল আমাদের জাহাজগুলো। বাবা অত লোক দেখে তাজ্জব হয়ে গেছিল। সবার আগে ডাঙায় সেই নেমেছিল। তারপর সৈকত ধরে ছুটতে ছুটতে এসেছে। আমি দরজা খুলে দিতে তড়িঘড়ি প্রবেশ করল ভেতরে।

'ব্যাপারটা কি?'

www.boiRboi.blogspot.com

সেই ছেলেটি আবার এসে জানালা দখল করেছে। আমি পাত্তা না দিয়ে, সিন্দুক খুলে মুক্তোটা বাবার হাতে দিলাম।

'এই হচ্ছে ব্যাপার।'

বাবার হাতে এখন মুক্তোটা। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছে, কিন্তু মুখে রা নেই—নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস করতে পারছে না।

'এ তো মুক্তো নয়,' বলল শেষপর্যন্ত।

'মুক্তো,' বললাম আমি।

'না। দুনিয়ার কোন সাগরেই এমন মুক্তোর হদিস কখনও পাওয়া যায়নি।' মুক্তোটা পরখ করল। 'তুমি এটা বানিয়েছ। অনেকগুলো ছোট ছোট মুক্তো দিয়ে একটা বল তৈরি করেছ।'

'না,' বললাম আমি। 'এটা সত্যিকারের মুক্তো। আমি খুঁজে পেয়েছি।' কোথা থেকে পেয়েছি সব খুলে বললাম।

জানালার ছেলেটা গলা ফাটাল সমবেত জনতার উদ্দেশে।

'বিরাট বড় একটা মুক্তা। দুনিয়ার সবচেয়ে বড় মুক্তা!'

জনতা গর্জন ছাড়ল রাস্তা থেকে।

বাবা মুক্তোটা আলোয় ধরে ধীরে সুস্থে উল্টে পাল্টে পরখ করল। এবার দরজা খুলে সবার দেখার জন্যে তুলে ধরল ওটা।

জনতা থম মেরে গেছে—তীরে আছড়ে পড়া ছোট ছোট ঢেউয়ের শব্দ ছাড়া চারদিকে পিনপতন নিস্তব্ধতা। বাবা এবার দরজা লাগিয়ে দিল।

'মাদ্রে ডি ডিয়স!—ঈশ্বরের মা!' আমার দিকে চেয়ে বলল। 'মাদ্রে ডি ডিয়স! মাদ্রে ডি ডিয়স! মাদ্রে ডি ডিয়স!' বাবা এরপর বসে পড়ে, মুঠো ভরিয়ে তোলা অতিকায় কালো মুক্তোটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল।

বাবা আর আমি সেদিন সন্ধের যখন বাড়ি ফিরলাম, রাজ্যের লোক অনুসরণ করল আমাদের। গোটা শহরে এমনকি গ্রামাঞ্চলেও রটে গেছে সালাজারের ছেলে রামন প্রকাণ্ড এক মুক্তো তুলে এনেছে সাগর থেকে।

পাহাড়বাসী কৃষক, জেলে, মুক্তো ডুবুরী, দোকান মালিক, আবাল-বৃদ্ধবনিতা সবাই পিছু নিয়েছে আমাদের। এমনকি ফাদার গ্যালার্ডোও রয়েছেন তাদের মাঝে, নেই কেবল সেভিলানো। আসল লোকটাই নেই! সেই গান বাজনা, হৈ-হল্লা মুক্তোটাকে উপলক্ষ করে।

লা পাজ মুক্তোর শহর। এখানকার বাসিন্দারা মুক্তো আবিষ্কার এবং বিক্রি করে পেট চালায়। কাজেই সাগর থেকে যা-ই উদ্ধার হোক না কেন, শহরবাসী দারুণ কৌতূহলী হয়ে ওঠে।

বাড়ির দরজা অবধি আমাদের সাথে সাথে এল জনতা। আমরা ভেতরে ঢুকে পড়ার পরও, তাদের উৎসাহে ভাটা তো পড়লই না, বরঞ্চ ক্রমেই দল ভারী হতে লাগল।

আমাদের বাড়িতে ছোট এক ঘর রয়েছে, ত্রুটিপূর্ণ মুক্তো ওখানে বাছাই-বাছাই করে বাবা। মুক্তোটা নিয়ে বাবা ওঘরে গিয়ে ঢুকল। দরজা লাগিয়ে দিল সে কাজের লোকেরা যাতে নাক গলাতে না পারে।

বাবা প্রথমে ওজন নিল ওটার।

'হ্যাঁ,' বলল সে, 'বাষট্টি ক্যারেটের একটু বেশিই, এবং গোলও বটে। কিন্তু জিনিসটা নিখুঁত নয়।'

আলোয় ধরল বাবা ওটা।

'দেখো,' বলল। 'একটা দাগ দেখতে পাবে, খুব ছোট্ট একটা চিহ্ন। বাইরের চামড়ায় না ভেতরে ঠিক ধরতে পারছি না।'

চিহ্নটা আগেই লক্ষ করেছি আমি। কিন্তু ত্রুটিটা এত ছোট বলে গুরুত্ব দিতে চাইনি।

'মুক্তোটা কাটতে গেলে দাগটা হয়তো ভেতরে বসে যাবে,' বললাম আকুল কণ্ঠে।

'দাগ ভেতরে বসে গেলে বলতে হবে এটা ভাল মুক্তো নয়। কোনটা চাও তুমি, সবার সেরা মুক্তো নাকি সাদামাটা একটা ভাল মুক্তো?'

www.fiisHadio.co

'সেরাটা চাই আমি, পার্ল অভ হেভেন।'

কিন্তু আমি মন থেকে চাইছি বাবা মুক্তোটা না কাটুক। অনেক সুন্দর সুন্দর মুক্তো এর আগে দেখেছি, কাটতে গিয়ে বরবাদ হয়ে গেছে।

'দাগটা গভীর হলে,' বললাম আমি। 'মুক্তোটার আর দাম থাকবে না। কিন্তু দাগটা ছোট হলে, যে কিনবে সে হয়তো লক্ষই করবে না।'

'কথাটা ঠিক না,' বলল বাবা। 'না দেখে তো কেউ আর এটা কিনছে না। ওজন যতই হোক না কেন। যতই গোল হোক আর নিখুঁত রঙের, লোকে খুঁতটার কথাই আগে বলাবলি করবে। যাও আরেকটা প্রদীপ নিয়ে এসো, আর এটার আলো উস্কে দাও। ঈশ্বরের কাছে দোয়া করো হাতের ছুরিটা যাতে গোলমাল না করে।'

প্রদীপের আগুনটা উস্কে দিয়ে আরেকটা প্রদীপ নিয়ে এলাম। ধুপধাপ লাফাচ্ছে হৃৎপিণ্ড। গানের শব্দ জানালা গলে ঘরে ঢুকছে।

'একটু পরেই সব গান-বাজনা থেমে যাবে,' ভাবলাম আমি।

প্রার্থনা শুরু করলাম, কিন্তু মনে কথা জোগাচ্ছে না। কানে বাজছে কেবল লুজনের কথাগুলো। 'মাস্তা ডায়াবলো একদিন না একদিন ঠিকই ওটা ফিরিয়ে নিয়ে যাবে, সঙ্গে বেঘোরে তোমার জানটাও যাবে।'

ওর কথা কি ফলবে নাকি? বললাম মনে মনে। বাবার ছুরি কি খতম করে দেবে অত সুন্দর মুক্তোটাকে?

এক হাতে খুদে এক ছোরা ধরেছে বাবা। অপর হাতে মুক্তোটা। ছুরির কিনারা মুক্তোটায় ঠেকাল। বহিরাবরণ কেটে দিতে ছোট্ট একটা শব্দ উঠল। এবার উঠে এল চামড়া, সবচাইতে পাতলা কাগজের চেয়েও মিহি। লম্বা হচ্ছে তো হচ্ছেই। শেষমেষ বসে পড়ল টেবিলে।

বাইরে জোরাল হলো গানের শব্দ। কিন্তু কামরার ভেতর বাবার শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ ছাড়া আর কিছু কানে আসছে না। ছোরাটা নামিয়ে রেখে প্রদীপের নিচে মুক্তোটা ধরল সে। দীর্ঘক্ষণ চেয়ে রইল ওটার দিকে। বাবার মুখের ভাব লক্ষ করছি আমি, বদলায়নি।

'বাবা,' বললাম অবশেষে। 'কি দেখলে?'

জবাব দিল না বাবা। মাথা ঝাঁকিয়ে ছুরিটা তুলে নিল আবার। রাতের আকাশে দৃষ্টি রেখে প্রার্থনা আরম্ভ করলাম আমি।

'আমাকে লক্ষ করো,' বলল বাবা। 'একদিন তো একাজ তোমাকেই করতে হবে।'

টেবিলের কাছে ফিরে এলাম আমি, তখনও মনে মনে প্রার্থনা করে চলেছি ভালো মুক্তোটার সৌন্দর্য যাতে রক্ষা পায়। গোল করে দাগ কাটল

ছবি। প্রদীপের আলোয় টেবিলে পড়ে রইল পাতলা আস্তর।

বাবা মুক্তোটা আলোর সামনে তুলে ধরে বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল, প্রত্যেকটি কোণ থেকে। এবার মাথার ওপর এমনভাবে উঁচিয়ে ধরল, গোটা দুনিয়াকে যেন দেখাতে চায়।

মুক্তোটা তারপর আমার হাতে দিল বাবা।

'খুঁতটা দূর হয়ে গেছে। তোমার হাতের ওটা দুনিয়ার সবচেয়ে সুন্দর, সবচেয়ে নিখুঁত মুক্তো। এটাই গ্রেট পার্ল অভ হেভেন।'

দশ

লা পাজে আরও চারজন মুক্তো ব্যবসায়ী রয়েছে–মানে চারজন বড় ব্যবসায়ী। ছোটখাট ব্যবসায়ী আছে প্রচুর।

বাবা মুক্তোটা কাটার সপ্তাহ খানেক বাদে চার ব্যবসায়ী এসে হাজির হলো আমাদের বাসায়।

প্রথমটায় মুক্তোটা মেক্সিকো সিটিতে নিয়ে যাবে ভেবেছিল বাবা। আগেও একবার ওখানে গেছে সে; কিন্তু ওখানকার লোকজনের সাথে বোঝাপড়া হয়নি তার, কাজেই মুক্তো বিক্রি না করেই ফিরে আসে।

লা পাজের কোন একজনের পক্ষে তো নয়ই, তিনজন ব্যবসায়ীর পক্ষেও মিলিতভাবে আমাদের দাবি মেটানো সম্ভব হবে না। চারজন এক হলে অবশ্য আলাদা কথা।

কালো স্যুট পরে বিকেলের শুরুতে এল তারা, সাথে করে মাপ-জোকের যন্ত্রপাতি এনেছে। আর ব্যাগের ভেতর রয়েছে টাকা। এক দঙ্গল লোক ওদের অনুসরণ করে এসে, আমাদের ফটকের বাইরে জড় হলো।

লরেটো থেকে মা আর বোন দুটো ফিরে এসেছে, মুক্তোর খবর তাদের কানে গিয়েও পৌঁছেছে; কাজেই সিটিং রুম ফুলে ফুলে সাজানো এবং সব কিছু ঝকঝকে তকতকে।

টাকার থলে টেবিলের ওপর রাখল চার ব্যবসায়ী। তারপর বসে রইল মুখে তালা দিয়ে।

বাবা থলেটার দিকে দেখল একনজর।

'খুব ছোট মনে হচ্ছে,' বলল সে। 'এর মধ্যে পার্ল অভ হেভেন কেনার মত টাকা আছে তো?'

আরতুরো মার্টিন, ব্যবসায়ীদের একজন, দীর্ঘদেহী পুরুষ। হাত দুটো ছোট ছোট আর সাদা তার।

'শুনলাম মুক্তোটা নাকি কমলালেবুর সমান। তা যদি হয় তবে টাকা সঙ্গে বেশিই এনেছি আমরা। অতিরিক্ত বড় মুক্তোর দাম কখনোই বেশি হয় না।'

টেকো মিগুয়েল প্যালোমারেস হোঁদল কুতকুত।

'হ্যাঁ,' বলল সে। 'অতবড় মুক্তো টেকে না বেশিদিন। এক বছর যেতে না যেতেই রং জ্বলে যায়।'

'কথাটা ছোটগুলোর বেলাতেও সত্যি,' বলল বাবা। 'পার্ল অভ হেভেন দেখানোর আগে, দামটা শুনিয়ে রাখি। বিশ হাজার পেসো-এর এক পয়সা বেশিও নয় কমও নয়।'

পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করল লোকগুলো। ভাব-ভঙ্গি দেখে বুঝলাম কত দাম বলবে আগে থেকেই ঠিক করে এসেছে।

বাবা ওঘর ছেড়ে বেরিয়ে একটু পরে ফিরে এল, সাদা মখমলে মোড়া মুক্তোটা নিয়ে। চার ব্যবসায়ীর সামনে টেবিলে রাখল ওটা।

'এই সেই পার্ল অভ হেভেন,' বলল বাবা। পিছে সরে গেল সবাই যাতে মুক্তোটা দেখতে পায়।

ঝিকিয়ে উঠল মুক্তোটা, আলোর রেখা শুষে নিয়ে এক মুহূর্তে কৃষ্ণবর্ণ চাঁদের রং ধারণ করেছে ওটা।

প্রথম কথা ফুটল আরতুরো মার্টিনের মুখে।

'যা ভয় পাচ্ছিলাম। মুক্তো তো নয় কয়লাদের এটা।'

'হ্যাঁ, জিনিসটা বড় স্বীকার করতেই হয়,' বলল প্যালোমারেস। 'কিন্তু এর আয়ু খুব কম আর বেচাও কঠিন হবে।'

এবার সওদাগরদের একজন বলে উঠল, 'তবে একটা দাম বলব আমরা।'

'হ্যাঁ,' গলা মেলাল অন্যরা।

প্যালোমারেস বলল, 'দশ হাজার পেসো।'

ছুঁচ ফর্সা হাতে মুক্তোটা তুলে নিল মার্টিন। গভীর দৃষ্টিতে পরখ করল।

'একটা খুঁত দেখতে পাচ্ছি মনে হচ্ছে। দশ হাজার বেশি বলে ফেলেছ।'

'কোন খুঁত নেই,' বলল বাবা। 'দাম ওই বিশ হাজার পেসোই।'

অন্য বণিকদের হাতে পাচার হয়ে গেল মুক্তোটা। উল্টেপাল্টে জিনিসটা নিরিখ করল ওরা। অবশেষে মার্টিন মাপ নিয়ে ওজন করল মুক্তোটার। আকার সঙ্গে মাপের খুব একটা গরমিল হলো না তার।

'এগারো হাজার পেসো,' ঘোষণা করল ও।

'আর নয় হাজার যোগ করো,' বলল বাবা। 'এই জিনিস আগে কখনও দেখোনি আর ভবিষ্যতেও দেখবে না।'

'বারো হাজার,' বলল প্যালোমারেস।

ঘণ্টা খানেক বাদে দাম উঠল পনেরো হাজারে।

লোকগুলো এরপর রেগে উঠতে লাগল। মা চাচা পাদ্রীর আর কেক নিয়ে গেছে। সে চাইছে প্রস্তাবটা গ্রহণ করা হোক, বুঝতে পারছি আমি। বাইরে থেকে আকারে-ইঙ্গিতে কথাটা বোঝাতে চেষ্টা করছে বাবাকে। চার

ঘোড়ায় টানা সুদৃশ্য এক লাল ক্যারিজের স্বপ্ন দেখছে মা, লরেটোতে দেখে এসেছে ওটা।

আরতুরো মার্টিন তার কাঁচ নামিয়ে রাখল।

'পনেরো হাজার পেসো আমাদের শেষ অফার,' বলল ও।

'আমি তাহলে,' বলল বাবা। 'এটা মেক্সিকো সিটিতে নিয়ে যাব।'

'এর আগেও একবার গেছিলে অত দূরে,' বলল প্যালোমারেস। 'নিজেই জানো ওখানকার ব্যবসায়ীদের চেয়ে আমরা ভাল দাম বলি। খামোকা সময় নষ্ট করে, পয়সা খরচা করে অতদূর যাবে কেন?'

উঠে দাঁড়িয়েছে প্যালোমারেস।

'পনেরো হাজার দুশো পঞ্চাশ পেসো। এই শেষ।' বলল সে।

মেক্সিকো সিটি সম্পর্কে ওসব কথা বলায় বাবা খেপে গেছে।

'র‍্যামন,' বলল সে। 'গির্জায় গিয়ে ফাদার গ্যালার্ডোকে ডেকে আনো যাও। যত ব্যস্তই থাকুন, সঙ্গে করে নিয়ে আসবে। জলদি করো।'

ফাদার গ্যালার্ডো অভ্যেসমত দুপুরের নিদ্রা যাচ্ছিলেন। ঘুম ভাঙিয়ে তাঁকে জোরাজুরি করে আমাদের বাসায় নিয়ে এলাম।

বাসায় পৌঁছে শুনি আরতুরো মার্টিন বলছে, 'যাও, আরও পাঁচশো বেশি নিয়ো।'

'দর কষাকষি করে লাভ হবে না। দাম ওই বিশ হাজারই,' বলছে বাবা।

আমাদের দেখে সবাই চুপ করে গেল। মুক্তোটা প্যালোমারেসের হাতে ধরা। বাবা গিয়ে ওটা নিজের হাতে নিল। এবার ফাদার গ্যালার্ডোর দিকে ফিরে মাথা নোয়াল।

'এই যে পার্ল অভ হেভেন,' বলল বাবা। 'আমার ছেলে এবং আমি এটা আপনার হাতে তুলে দিচ্ছি। আপনি যাতে এটা ম্যাডোনা, মানে আমাদের সাগরের মাকে উপহার দিতে পারেন। আজ থেকে এটার মালিক একমাত্র তিনিই।'

ঘরের বাইরে থেকে হতাশাগ্রস্ত অস্ফুট চিৎকার কানে এল। আমার মা-বোনেদের স্বপ্ন ভেঙে খান খান হয়ে গেছে। বুক ফেটে যাচ্ছে তাদের। অনেক কিছু কেনার সাধ জেগেছিল বেচারীদের মনে, কিছুই হলো না।

চার ব্যবসায়ী যার যার ব্যাগ এবং সেই টাকার থলেটা তুলে নিল। মাথায় হ্যাট চড়িয়ে চলে গেল তারা।

বাবার জন্যে গর্ব বোধ হচ্ছে আমার। চার ব্যবসায়ীর কাছে হার মানেনি সে। তাদের সঙ্গে মোকাবিলা করে যুদ্ধ জয় করেছে।

ফাদার গ্যালার্ডোর মুখে কথা জোগাচ্ছে না।

'বড় করে একটা অনুষ্ঠান করবে গির্জায়,' বলতে পারলেন অবশেষে। 'এত বড় করে এ পাড়ায় আগে কোনদিন অনুষ্ঠান হয়নি।'

কাদের চলে গেলে মা এসে ঢুকল কামরায়। দু'চোখ জলে ভরে গেছে তার।

'এই সুন্দর ফ্রকটা দিয়ে দিলে' কান্নামাখা কণ্ঠে বলল।

'এটা তোর জন্য,' বলল বাবা। 'গির্জায় থাকবে এটা, সবাই দেখবে। তুমিও বড় হলে গিয়ে দেখে আনন্দ পাবে।'

'আমার আর দেখার কাজ নেই,' বলল মা হাসির সাথে। 'সত্যি-কার করে পারলে বাছা এটা তাড়াতাড়ি দিয়ে দিয়ো তুমি।'

'সাধারণ বাড়ি থেকে গির্জাকে এত একটা উপহার দিলাম আমরা,' বাবুল দিয়ে বলল বাবা, 'এখানে সাধারণ বংশ থেকেদাতে গির্জাকে সম্মান পাবে। আমরা এবং সমাজের উঁচুদেরও।'

মা আর কিছু বলল না, কিন্তু কাদের পাদ্রীরা যখন গির্জায় অনুষ্ঠান করলেন, মা মাথা ধরে অসুস্থতায় এড়িয়ে গেল।

এগারো

পাঁচদিন পর ম্যাডোনাকে মুক্তোদানের অনুষ্ঠান আয়োজিত হলো। এত আনন্দমুখর দিন লা পাজের ইতিহাসে আর আসেনি-সবাই খুব ফুর্তি করল।

ফুলে ফুলে ছেয়ে গেছে গির্জা। যুবতী ম্যাডোনার পরনে সাদা সিল্ক, চুলে গোঁজা সাদা ফুল। তাঁর বাড়ানো হাতে ভালো রঙের মস্ত বড় মুক্তোটা।

গির্জা আজ পরিপূর্ণ এবং প্রকাণ্ড দরজাটা দিয়ে দলে দলে প্লাজায় প্রবেশ করল মানুষ-জন। এত লোক একসঙ্গে লা পাজ শহর কখনও দেখেনি। মানুষ পায়ে হেঁটে, গাধার পিঠে চড়ে, ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে, দূর দূরান্ত থেকে হাজির হয়েছে। উত্তরে লরেটো আর দক্ষিণে স্যান্টো টমাস-সবখান থেকে লোক এসেছে। ভার্মিলিয়ন সাগরের বিভিন্ন দ্বীপ থেকেও বাসিন্দারা এসেছে নৌকায় চেপে। সিয়েরা মোরেনার দুর্গম পার্বত্য অঞ্চল থেকে ইন্ডিয়ানরা উপস্থিত হয়েছে লা পাজ শহরে। গায়ে তাদের খরগোসের চামড়া। ওদেরকে দেখে ফাদার গ্যালার্ডোর খুশি ধরে না।

'মুক্তোর কেরামতি দেখো!' বললেন তিনি। 'কত বছর ধরে চেষ্টা করেও মানুষগুলোকে গির্জায় আনতে পারিনি। অথচ আজ কেমন মুক্তোর টানে নিজেরাই হাজির হয়ে গেছে।'

অনুষ্ঠানের পর ম্যাডোনাকে দু'বার ঘোরানো হলো গোটা প্লাজায়, ভক্তরা মনের আনন্দে নাচল-গাইল। এবার ম্যাডোনাকে আনা হলো সাগরতীরে-সালাজারদের জাহাজগুলোকে আশীর্বাদ করার জন্যে। এর ফলে, বাবার ধারণা, আসমানী কৃপা লাভ করবে সালাজার পরিবার। এবং ব্যবসা ফুলে ফেঁপে উঠবে আমাদের; বৃদ্ধি পাবে অর্থ-বিত্ত, প্রভাব-প্রতিপত্তি।

ম্যাডোনার পাশে সৈকতে দাঁড়ালেন ফাদার গ্যালার্ডো, তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে জনতা। উপসাগরের নিস্তরঙ্গ পানিতে আমাদের নীলরঙা পাঁচটা জাহাজ, রঙচঙে পতাকা উড়িয়ে নোঙর ফেলে রয়েছে।

ফাদার গ্যালার্ডো দু'হাত শূন্যে তুললেন।

'হে খোদা, তুমি সালাজার পরিবারের ওপর তোমার রহমত বর্ষণ করো, তারা আজ আমাদের গির্জাকে বিশেষ সম্মান দান করেছে। এর চেয়ে বড় মুক্তা তুমি তাদের দান করো, প্রভু। তাদের সব জাহাজ যেন সহি সালামতে মুক্তা-ক্ষেত্রে যাওয়া-আসা করতে পারে, সে ব্যবস্থা তুমি করে দাও, খোদা;

তুমি তাদের সব ধরনের বালা-মুসিবত থেকে হেফাজত কোরো।'

ফাদার গ্যালার্ডো জাহাজগুলোকে দোয়া করার পর, ম্যাডোনাকে আবারও রাস্তা দিয়ে বয়ে নেয়া হলো। পার্ল অভ হেভেন তাঁর হাতে শোভা পাচ্ছে। ম্যাডোনার সঙ্গে জনতার ঢলও ফিরে গেল গির্জায়। সে এক অদ্ভুত সুন্দর দিন। মুক্তোটা এখন সর্বজনীন, কি গরীব কি ধনী সবাই এখন ওটার মালিক। বাকি জীবনের জন্যে সবার কাছে অমূল্য এক স্মৃতি হয়ে রইল আজকের দিনটা।

ম্যাডোনাকে গির্জায় যথাস্থানে বসানো হলে পর হাঁটু গেড়ে বসলাম আমি। মুক্তোটা খুঁজে পেয়েছিলাম বলে খোদার কাছে অন্তরের অন্তস্তল থেকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলাম। আজ আমার আবিষ্কৃত জিনিসটা এত মানুষের মন জয় করে নিয়েছে—এ যে এক পরম পাওয়া।

গির্জা থেকে বেরিয়ে বাড়ির পথ ধরেছি এসময় ডাকল আমাকে সেভিলানো।

'হুম, আজ একটা স্মরণীয় দিন,' বলল ও। 'পারস্য সাগরে আমার পাওয়া মুক্তোটার কথা বারবার মনে পড়ছিল। সেটা অবশ্য আরও বড় আরও সুন্দর ছিল। তোমার মুক্তোটার গল্প অনেক তো শুনলাম। ওটার আসল ওজন কত?'

'ষাট ক্যারেটের বেশি,' বললাম। যা-ই বলি না কেন, জানা আছে, ওর কথিত মুক্তোটার ওজন আরও বেশি হবে।

'আমারটা,' বলল ও গর্ব ভরে, 'এরচেয়েও ভারী ছিল। দু'হাতে ধরতে হয়, কতবড় বুঝতে পারছ না? পারস্যের শাহের কাছে বেচেছিলাম ওটা।'

'জিনিসটা ভারী সুন্দর ছিল বুঝতে পারছি!' বললাম আমি।

সেভিলানো আর তার গল্পগুলোর ব্যাপারে আমার দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে গেছে। ও একসময় বলেছিল আমি নাকি ডুব দিতে ভয় পাই, অথচ এখন? সাগর সেঁচে মুক্তোটা কে তুলে এনেছে, ও নাকি আমি?

এখন কোন্ মুখে বলবে লোকটা, আমি সারাজীবন কাজ করিনি, ভবিষ্যতেও করব তার সম্ভাবনা নেই?

কিছু তো অন্তত করেছি আমি, তুলে এনেছি পার্ল অভ হেভেন নামের অনিন্দ্যসুন্দর একটা মুক্তো।

'তোমার মুক্তোটার ওজন কত ছিল?' জানতে চাইলাম।

'ভুলে গেছি। ওজন নিয়ে মাথা ঘামাই না আমি। আচ্ছা, তোমার মুক্তোটায় কোন খুঁত আছে?'

'ওটা আমার মুক্তো নয়।'

'জানি জানি। ওসব ম্যাডোনা-ফ্যাডোনায় বিশ্বাস নেই আমার। যেটা

জিজ্ঞেস করছি, কোন ত্রুটি আছে মুক্তোটায়?'

'না, নেই।'

'একটুও না?'

'একটুও না।'

'একদম গোল জিনিসটা?'

'হ্যাঁ।'

'গোল মুক্তো, খুঁত নেই, ওজন যার ষাট ক্যারেটের বেশি তার দাম সে অন্তত...যাকগে, বিরাট অঙ্কের টাকা।' এবার গলা খাদে নামিয়ে বলল, 'শুনলাম পিকিলিঙে নাকি পেয়েছ ওটা?'

'কাছাকাছি।'

'আহ্! কত দূর ওখান থেকে? উত্তরে?—নাকি দক্ষিণে?'

'ওদিকেই কোথাও।' এর বেশি ভাঙলাম না আমি।

করমর্দন করে নিজের রাস্তা ধরল লোকটা।

রাত ঘনাচ্ছে। বাড়ির গেটের কাছে আসতেই আঁধার ফুঁড়ে উদয় হলো এক লোক।

'র‍্যামন সালাজার,' ডাকল নাম ধরে। সোতো লুজন।

'কি ব্যাপার,' বললাম আমি। 'অনুষ্ঠান কেমন লাগল?'

'সবই দেখলাম,' বলল লোকটা। 'মানুষের ফুর্তি ধরে না, খুব নাচ-গান হলো।'

মৃদু হাসলাম আমি।

আমার বাহুতে একটা হাত রাখল ও।

'তুমি এখনও ছোটমানুষ,' বলল সে। 'অনেক কিছুই জানা নেই তোমার। তাই বলছি তোমাকে, ওই মুক্তোটা ম্যাডোনার নয়, ওটার ওপর তার কোন হক নেই। জিনিসটা গির্জার নয়, নাচ-গান করছিল যারা তাদেরও নয়। ওটার মালিক মান্তা ডায়াবলো, এবং একদিন না একদিন সে তার জিনিস ফিরিয়ে নিয়ে যাবে।'

কথা কটা বলেই ঘুরে দাঁড়িয়ে আঁধারে মিশে গেল লোকটা।

পরদিন সকালে বাবা আর আমি সৈকতের উদ্দেশে যাচ্ছিলাম।

'ওর লেগুনে আমাকে মুক্তো খুঁজতে দেবে লুজন?' জানতে চাইল বাবা।

'না,' বললাম আমি। 'আর দেবে কিনা জিজ্ঞেস করাও সম্ভব না।'

'কেন?' বাবা প্রশ্ন করল।

গত রাতে লুজনের সঙ্গে সাক্ষাতের কথা বাবাকে জানালাম।

'ও একটা বোকা ইন্ডিয়ান,' মন্তব্য করল বাবা।

'তা হতে পারে,' বললাম আমি। 'কিন্তু লেগুনটা তার। আর তোমাকে সে ওখানে ডুব দিতে দেবে না।'

হতাশ দেখাল বাবাকে।

'কেবালতো বড় দূরের পথ,' বলল বাবা। 'গতবার খুব অল্প কিছু মুক্তো পেয়েছি ওখানে। কে বলতে পারে, দুজনের লেগুনটায় হয়তো তোমারটার মত আরেকটা জুটে যেত কপালে।'

বারো

পরদিন সকালে কেরালডো দ্বীপপুঞ্জের উদ্দেশে পাড়ি জমাল আমাদের জাহাজগুলো। ঝাঁ চকচকে রঙে, আর রঙিন নিশানের সজ্জায় বাধার খুলে গেছে সব কটার।

মৃদু দখিনা বাতাস বইছিল, সাগরের পানি আর আদিগন্ত আকাশে কেউ যেন ঘন নীল রং গুলে দিয়েছে। মন উচাটন করা একটা দিন।

'সবই ম্যাডোনার ইচ্ছে,' মনে মনে বললাম।

বিকেল নাগাদ বাতাস মরে গেল, তেতে উঠল যেন পৃথিবী। একটু পর থেকে বইতে শুরু করল পাহাড়ী বাতাস। তবে তেমন একটা তাপ নেই তাতে। কিন্তু রাতের বেলা বাতাস পাল্টে গিয়ে ভারী হয়ে উঠল। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে রীতিমত। আকাশে জমতে শুরু করেছে মেঘ।

খাওয়া মাথায় উঠল মার। জানালার কাছে গিয়ে বাইরে চোখ রাখল। বাবা সাগরে গেলে আবহাওয়ার সামান্যতম পরিবর্তনে কাতর হয়ে পড়ে মা।

'পাহাড়ী বাতাস,' বললাম আমি।

'না। বাতাসটা গরম।'

চুবাস্কো খুবই জোরদার হাওয়া, আমরা সবাই ভয় পাই সেটাকে। চুবাস্কো ঠিক এভাবেই শুরু হয়।

বাইরে গিয়ে আকাশের দিকে চাইলাম আমি। একটা তারাও চোখে পড়ল না। দখিনা বাতাসে সাগরের নোনা গন্ধ। এ আর কিছু নয়, চুবাস্কো।

সাপার খেতে ফিরে এলাম ঘরে। শনশন হাওয়ায় গাছ-পালা এলোমেলো দুলছে, শুনতে পাচ্ছি ঘরে বসেই।

উঠে দাঁড়ালাম আমি, ঘরের ওমাথায় দরজাটা লাগাতে যাব; কিন্তু দু'কদম এগোতে পারার আগেই দড়াম করে আপনাআপনি লেগে গেল ওটা। দপ করে নিভে গেছে প্রদীপটা। আবার জ্বালতে চেষ্টা করলাম ওটা, কিন্তু বাধা দিল জানালা দিয়ে আসা শোঁ-শোঁ বাতাস।

মার গলা যেন অতল খাদের গভীর থেকে উঠে এল।

'চুবাস্কো শুরু হয়েছে।' বলতে পারল কোনমতে।

'চুবাস্কো,' আমার বোনের কণ্ঠে উদ্বেগ আর ভীতি।

জানালার কাছে গিয়ে বাইরে উঁকি দিলাম। আকাশ নক্ষত্র শূন্য। হাজারও সামুদ্রিক পাখির সম্মিলিত আর্তনাদ যেন ধারণ করেছে আজকের

ঝড়।

'বাবারা ঝড় দেখতে পেয়েছে,' বললাম আমি। 'নিশ্চিন্দি কিংবা অন্য কোন নিরাপদ উপসাগরে সরে গেছে তারা। ক্যোলাস্টো আর এখানকার মাঝখানে তেমন জায়গা অনেক কটাই আছে।'

মা উঠে গিয়ে দরজাটা খুলতে চেষ্টা করল।

'একটু হাত লাগাও তো!' ডাকল মা।

'উঠোনের ওপাশে যেতে পারবে না,' বললাম আমি। 'ঘাবড়িও [illegible] দাও তবুও। জাহাজগুলো নিরাপদে আছে। ভয় পেয়ো না, সেরা ক্যাপ্টেন আছে ওগুলোর দায়িত্বে। আর এরচাইতে অনেক বড় বড় তুফানও সে সারাজীবন সামলেছে।'

বাতাসের গর্জন এতটাই বেড়েছে, পরস্পরের কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছি না আমরা।

অন্ধকার কামরায় গোল টেবিলটা ঘিরে বসে রইলাম আমরা, কেউ কথা বলার চেষ্টা করছি না।

ইতিমধ্যে কাজের লোক দুজন রান্নাঘর থেকে এসে, জড়সড় হয়ে এককোণে মেঝেতে বসে রইল। এদের দুজনের স্বামী রয়েছে আমাদের জাহাজে।

মাঝরাত অবধি খুব দাপট দেখাল ঝড়, তারপর ভোরের দিকে তেজ কমে এল বাতাসের। দিনের আলো ফুটতে একেবারে শান্ত হয়ে গেল প্রকৃতি।

আমরা তড়িঘড়ি রওনা হলাম বেলাভূমির উদ্দেশে। জাহাজগুলো ভিড়লে হাতে উপস্থিত থাকতে চাই। উঠোনে পাতা পড়ে স্তূপ হয়েছে। গাছগুলোর ডাল ভাঙা প্রায়। ছাদ থেকে বেশ কিছু পাথরও উড়ে এসে উঠোনে জায়গা দখল করেছে।

ঘাটে পৌঁছে দেখি ভাঙা হালের টুকরো-টাকরা এখানে ওখানে পড়া।

দ্রুত পা চালালাম সৈকতের দিকে এসময় অন্যরাও যোগ দিল আমাদের সাথে। কারও স্বামী, কারওবা ভাই এবং সকলেরই বন্ধু-বান্ধব ছিল বহরে।

সাগরতীর উড়িয়ে আর মরা মাছে ছাওয়া। উপসাগরে ছিল যে নৌকাগুলো, সৈকতের অনেকখানি ভেতরে উড়ে এসে পড়ে আছে। সাধারণত দুর্যোগের আভাস পাওয়া গেলে, পানি থেকে টেনে তুলে পাথরের সাথে বেঁধে রাখা হয় নৌকা। কিন্তু ঝড়টা এতই আকস্মিক আঘাত হেনেছে যে তার আর সুযোগ পাওয়া যায়নি।

দৌড়াতে দৌড়াতে সৈকতে এলেন ফাদার প্যাসকো। সাদা চুল উড়ছে টাকে এবং কোটটা উড়ছে হাঁটুর ওপরে।

'জাহাজগুলো শিগ্‌গিরি এসে ভিড়বে,' বললেন তিনি। 'ম্যাডোনা ওদের ওপর নজর রেখেছিলেন, ভয়ের কোন কারণ নেই। ওরা সবাই নিরাপদে আছে। খুব কাছাকাছি কোন উপসাগর নেই যেহেতু ওদের পৌঁছতে পৌঁছতে বিকেল হয়ে যাবে। তোমরা মনে বিশ্বাস রাখো, হতাশ হয়ো না। এখন যে যার বাসায় চলে যাও। খোদা আমাদের সঙ্গে আছেন।'

কিন্তু কেউ তাঁর কথায় কর্ণপাত করল না। সৈকত ছেড়ে নড়ল না কেউ। সকাল গেল, বিকেল উতরাল। সূর্য ডুবে গেলে, শেষ আলোয় কে যেন একটা নৌকা দেখতে পেল—ওই দূর সাগরে। ওটা অবশেষে কাছিয়ে এসে উপসাগরে ভিড়ল। দেখা গেল লুজন তার লাল নৌকা চালিয়ে এনেছে।

সমবেত জনতার কাছ থেকে দূরত্ব বজায় রেখে তীরে নৌকা ওঠাল লুজন। তারপর বসে পড়ল। ওর কাছে হেঁটে গেলাম আমি।

'আমাদের জাহাজগুলোর সঙ্গে দেখা হয়েছে?' জানতে চাইলাম ব্যগ্র কণ্ঠে।

সিগারেট জ্বেলে খানিকক্ষণ একমনে ধূমপান করে গেল ও।

'না, দেখিনি। আর এজন্যে দেখার আশাও করি না,' বলল শেষমেষ। 'তোমরাও আশা ছেড়ে দাও।'

রাগ উঠে গেল আমার।

'তুমি কি বলতে চাও মান্তা ডায়াবলো ওগুলোর সর্বনাশ করেছে?'

'না,' বলল ও।

'তবে?'

'আমি সে কথা বলিনি। ওরা ঝড়ের কবলে পড়ে ধ্বংস হয়ে গেছে। আর কোনদিন ওদের সাথে দেখা হবে না।'

'মান্তা ডায়াবলো ঝড় ডেকে এনেছে বলছ?'

জবাব দিল না বুড়ো।

ক্রোধের সঙ্গে ঘুরে দাঁড়ালাম।

তারপর হেঁটে চলে এলাম তীরে দাঁড়ানো উদ্বিগ্ন মানুষগুলোর কাছে। রাত ঘনাল, তবু নড়ল না লুজন। বসে বসে সিগারেট ফুঁকছে আর অপেক্ষা করছে।

একটা আগুন জ্বেলে ওটাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছি আমরা। অপেক্ষমাণ, উৎকণ্ঠিত মানুষ-জনের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। ক'জন গিয়ে শহর থেকে খাবার আর পানি নিয়ে এল সবার জন্যে।

ফাদার গ্যালার্ডো নিয়ে এলেন একটা ক্রুশ, আশার প্রতীক হিসেবে ওটা গেঁথে দিলেন সৈকতে।

মা বলল তাঁকে, 'আমার স্বামী মুক্তোটা উপহার দিয়েছে ম্যাভোনাকে। ম্যাভোনা নিশ্চয়ই তাকে নিরাপদে বাড়ি পৌঁছে দেবে।'

'নিশ্চয়ই,' বললেন ফাদার। 'অত সুন্দর উপহারের বদৌলতে অবশ্যই নিরাপদে ফিরে আসবে আপনার স্বামী।'

কিছু লোক ফিরে গেছে, কিন্তু আমরা ভোরের আলো না ফোটা অবধি আগুনটা জ্বেলে রাখলাম। আশা করছি ওটা লক্ষ করে নির্বিঘ্নে জাহাজগুলো ফিরে আসবে লা পাজে।

সূর্যোদয়ের পর আকাশ এখন স্বচ্ছ এবং সাগর শান্ত। দূরবর্তী দ্বীপপুঞ্জ এতটাই কাছে দেখাচ্ছে, মনে হয় যেন হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যাবে।

ভোরের পরপরই, বেলাভূমির দেয়ালে দাঁড়ানো এক ছেলে, দক্ষিণ দিকে আঙুল ইশারা করল। সেদিকে চাইতে দেখতে পেলাম টলতে টলতে এক লোক এদিকেই হেঁটে আসছে। প্রায়ই হোঁচট খেয়ে পড়ে নিথর শুয়ে থাকছে বেলাভূমিতে। এবার হামাগুড়ি দিয়ে কাছিয়ে আসতে শুরু করল। উঠে দাঁড়াল একটু পর। প্রথমটায় মনে হচ্ছিল, শহর থেকে গলা অবধি গিলে কোন পাঁড় মাতাল এদিকেই আসছে বুঝি। কিন্তু পরে লক্ষ করলাম লোকটার গায়ে জামা নেই আর মুখখানা রক্তে মাখামাখি। ও হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল আবারও, খানিকক্ষণ নিস্পন্দ পড়ে রইল, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে এগিয়ে আসতে লাগল।

কাছাকাছি এসে পড়তে চিনতে পারলাম কে ওটা। সাগর তীর ধরে ওর উদ্দেশে দৌড় দিলাম আমি। লোকটা আর কেউ নয়, গ্যাসপার রুইজ, সেভিলানো। ওর কাছে গিয়ে পৌঁছতে আমার পায়ের কাছে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। খানিক পরে নিজেকে টেনেটুনে দাঁড় করিয়ে দৃষ্টি নিবদ্ধ করল আমার দিকে। চোখজোড়া ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে তার।

'নিখোঁজ! নিখোঁজ!' বলে উঠল। 'জাহাজগুলো নিখোঁজ!'

চিত হয়ে পড়ে গেল বালির বুকে। বিড়বিড় করে কি বলল তার মর্মোদ্ধার করতে পারলাম না।

তেরো

বত্রিশজন লোক হারিয়ে গেছে, বেঁচেছে একজন মাত্র–সেভিলানো। ঝড়ের পর চতুর্থ দিন মৃতদের সম্মানে উপাসনা অনুষ্ঠিত হলো গির্জায়। ফুলে ফুলে আবারও ছেয়ে গেল গির্জা, চারদিক থেকে আবারও এসে সেদিনকার মত জড় হলো মানুষ। বহুলোক গির্জার ভেতরে জায়গা না পেয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে রইল।

সবার মুখে এক কথা: 'কি অদ্ভুত ব্যাপার! এক মাস গেল না, তার মধ্যেই না পাভের ইতিহাসে সবচাইতে বড় দুটো ঘটনা ঘটে গেল। হঠাৎ পাওয়া গেল প্রকাণ্ড ওই মুক্তোটা, তারপর ভয়ঙ্কর ঝড়ে এতগুলো জাহাজ ধ্বংস হলো, এতজনের জীবনহানি ঘটল।'

অনেকেই অনুভব করছে, কিন্তু কেউই মুখ ফুটে বলতে পারছে না, এদুটো ঘটনার মধ্যে যোগসূত্র রয়েছে। যদিও যোগাযোগটা কি ঠিক ধরতে পারছে না।

আমিও এমনটাই ভাবছি। মার সাথে বসে রয়েছি, বিষণ্ন সকালটায় ফাদার গ্যালার্ডো কথা বলছেন, কিন্তু অর্ধেক শুনছি তো বাকি অর্ধেক কানে ঢুকছে না।

আমার দু'চোখ ম্যাডোনার ওপর স্থির। ওই যে, দাঁড়িয়ে আছে সে, পরনে সাদা পোশাক, মুখে মিষ্টি এক টুকরো হাসি–তার হাসি দেখে মনে হয় এতগুলো জাহাজ ডুবী হয়নি, একজন মানুষও মরেনি।

ফাদার গ্যালার্ডো আমার বাবার কথা এবং গির্জায় তার দেয়া নানা উপহারসামগ্রী সম্বন্ধে বলছেন–বিশেষ করে পার্ল অভ হেভেনের সম্পর্কে। তিনি এসব বলছেন এসময় জানালা গলে সূর্যকিরণ এসে ম্যাডোনার গায়ে পড়ল। হাতে ধরা মুক্তোটা তার ঝিকমিক করে উঠল।

'এত সুন্দর উপহার দেয়ার পরও,' মনে মনে বললাম, 'আমার বাবাকে কেন এভাবে জীবন দিতে হলো?'

গির্জা ছেড়ে বাইরে এসে ক'জন বন্ধুর সাথে আলাপ করলাম। এসময় সেভিলানো এগিয়ে এসে আমার বাহুতে হাত রাখল। আমার মাথায় তখনও চিন্তা চলছে, কেন ম্যাডোনা আর তার মুক্তো, আগুয়ান ঝড়টাকে স্তব্ধ করে দিয়ে, আমার বাবাকে আর জাহাজগুলোকে রক্ষা করল না।

'পার্ল অভ হেভেন আমাদের কোন কাজেই আসেনি,' মন্তব্য করল

সেভিলানো।

'তোমার কাছে এসেছে—নইলে বেঁচে ফিরতে পারতে না।'

'এতে ওই মুক্তোর কোন কেরামতি নেই,' বলল ও। 'আমি বেঁচে আছি স্রেফ ভাল সাঁতরাতে পারি বলে।'

ওখানে দাঁড়িয়ে কথা বলছি দূরে দেখতে পেলাম লোভো লুসনকে। অপসৃয়মাণ লোকজনকে লক্ষ করছে সে। গির্জার দিকে চোখ রাখল এবার। আমার দিকে চাইছে না একবারের জন্যেও। কিন্তু সেভিলানোর কাছ থেকে বিদায় নেয়ার পর, পেছনে পায়ের আওয়াজ পেলাম। ঘাড় ফেরাতে মাত্র তিন ফুট পেছনে আবিষ্কার করলাম ওকে।

'তোমাকে আবারও বলছি,' বলল ও, 'মুক্তোটা মান্তা ডায়াবলোর। কথাটা তোমাকে বলার কারণ, ওটা তুমিই খুঁজে পেয়েছিলে।'

আমি চুপ করে রইলাম। জনতার মাঝে গিয়ে মিশে গেলাম। বাড়ি ফিরছিলাম, কিন্তু কি ভেবে আবার ফিরে গেলাম গির্জায়। ফাদার গ্যালার্ডোর সাথে কথা বলতে চাই, কিন্তু আশপাশে তাঁর দেখা পেলাম না।

ম্যাডোনা যেখানটায় দাঁড়িয়ে চলে এলাম সেখানে। হাঁটুতে ভর দিয়ে বসে চোখ বুজলাম। ধ্বংসপ্রাপ্ত জাহাজ আর আমার বাবার কথাই কেবল ভেসে উঠছে মনের পর্দায়, কানে বাজছে দুজনের উচ্চারিত কথাগুলো। চোখ মেলে ম্যাডোনার দিকে চাইলাম। দৃষ্টি রাখলাম মুক্তোটার ওপর। তার হাতে ধরা জিনিসটা। এমনভাবে বাড়িয়ে রেখেছে হাতটা যেন চাইছে আমি কিংবা অন্য কেউ তুলে নিই ওটা।

সটান উঠে দাঁড়িয়ে গির্জার চারধারে দৃষ্টি বুলিয়ে নিলাম। ভেতরে কেউ নেই। ফাদার গ্যালার্ডোর নাম ধরে ডাকলাম, জবাব পেলাম না। এবার ঝট করে হাতটা বাড়িয়ে, ম্যাডোনার হাত থেকে মুক্তোটা তুলে নিলাম। তারপর চোখের পলকে পকেটে চালান করে দিলাম ওটা।

আমার ধারণা ছিল, গির্জার ভেতরে ঢোকার সময় মস্ত ফটকটা লাগিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু এখন লক্ষ করলাম দরজাটা সামান্য ফাঁক হয়ে রয়েছে। বাইরে বেরিয়ে দু'পা গিয়েছি মুখোমুখি পড়ে গেলাম সেভিলানোর।

'হ্যাটটা নেয়ার জন্যে ফিরে এলাম,' বলল ও। 'শহরের চোর-চোট্টারা এরমধ্যেই হাতসাফাই না করলে হয়।'

একপাশে সরে দাঁড়িয়ে ওকে পাশ কাটানোর সুযোগ দিলাম। আমার দিকে অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে চাইল ও। আমি পরোয়া না করে হাঁটা দিলাম।

আমার পকেটের ফোলা ভাবটা কি দেখে ফেলেছে ও? ও কি বুঝতে পেরেছে ওটা পার্ল অভ হেভেন?

সেদিন সাঁঝের বেলা, একটি ছেলে–গির্জার কর্মচারী–আবিষ্কার করল সুদৃশ্য মুক্তোটা খোয়া গেছে। ঢং-ঢং শব্দে বাজতে লাগল গির্জার প্রকাণ্ড ঘণ্টাটা।

মা চিঠি লিখছিল। প্রথম ঘণ্টাটা পড়তেই কলম রেখে আমার দিকে চাইল সে।

'আবার কি হলো?' জানতে চাইল।

'প্রার্থনার জন্যে ডাকছে।'

'এখন তো প্রার্থনার সময় নয়।'

বেজেই চলেছে ঘণ্টা। ফাদার গ্যালার্ডোকে একটু পরে আমাদের দরজায় দেখা গেল। ছুটতে ছুটতে এসেছেন। হাঁফিয়ে গেছেন, ফলে কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে।

'মুক্তোটা নেই!' চিৎকার করে উঠলেন। 'খোয়া গেছে।'

'খোয়া গেছে?'

'চুরি!'

তড়াক করে লাফিয়ে উঠে তাঁর পিছু পিছু গির্জায় চলে গেলাম। বাইরে জড় হচ্ছে লোক। হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে ম্যাডোনা, সেখানে আমাকে নিয়ে গেলেন উনি, মুক্তোটা নেই–থাকার কথাও তো নয়।

'কে চুরি করেছে জানি আমি,' বলল একজন। বুকটা ধড়াস করে উঠল আমার। 'এক ইন্ডিয়ান।'

'তাই তো বলি,' বলল আরেকজন। 'অচেনা এক লোক গির্জা থেকে ছুটে পালায় কেন।'

মহিলাদের ফোঁপানি আর ফাদার গ্যালার্ডোর অনুচ্চ কণ্ঠের প্রার্থনা শুনছি আমি।

'মুক্তোটা আমি নিয়েছি, ওটা এখন আমার ঘরের বিছানার তলায় লুকানো আছে। আপনারা দাঁড়ান, আমি এখুনি এনে দিচ্ছি।' বলেই বসেছিলাম প্রায়।

কিন্তু পরক্ষণে হারানো জাহাজগুলোর কথা মনে পড়ে গেল। সে সঙ্গে লুজনের কথাগুলো কানে বাজল। মনে হলো আমার পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছে সে। 'মুক্তোটা মান্তা ডায়াবলোর।'

চুপিসারে বেরিয়ে গেলাম আমি। বাড়ি ফিরে দুটো খেয়ে নিলাম। তারপর শার্টের ভেতর মুক্তোটা লুকিয়ে, সৈকতে যাওয়ার গোপন এক রাস্তা ধরলাম, এ পথে কারও নজরে পড়ার সম্ভাবনা কম। আমার পরিচিত

এক লোকের একটা নৌকা পাওয়া গেল। খাঁড়টানা নৌকা, বৈঠা অসম্ভব ভারী। আশপাশে আর কোন নৌকা নেই দেখে অগত্যা এটাই নিতে হলো।

চাঁদ উঠলে পর মাত্তা জাবালেনোর লেগুনের উদ্দেশে রওনা হলাম। মুসা বলেছিল মাত্তা নাকি ওই লেগুনে বাস করে।

ওর কথাটা এখন বিশ্বাস করতে শুরু করেছি আমি।

চোদ্দ

উষালগ্নে লেগুনের প্রবেশদ্বারে পৌঁছতে পারলাম আমি। পাথর আর ডহরের কাছে এসে দেখি ঘন লাল কুয়াশার আলখাল্লায় ঢাকা পড়ে রয়েছে লেগুন। কুয়াশা এতটাই পুরু যার ফলে মুক্তো দৈত্যটা, মুক্তো যেখানে বাস করে, দেখা গেল না।

এবার একটা শব্দ কানে এল, টের পেলাম কেউ বা কিছু একটা রয়েছে আমার পেছনে।

সারা রাতে মান্তা ডায়াবলোর কথা খুব একটা ঠাঁই দিইনি মাথায়, এবং যখনই ভেবেছি—নিশ্চিন্তচিত্তে।

দুর্জন এমন এক জিনিসের ওপর বিশ্বাস রাখে, ইচ্ছে করলেই যেটা রূপবদল করতে পারে। মানুষ সেজে শহরে কিংবা গির্জায়ও যদি যায় কেউ চিনতে পারবে না।

এহেন জিনিসটার নাকি মানুষ আর মাছেদের মধ্যে একগাদা বন্ধু-বান্ধব ছড়িয়ে রয়েছে। তার আশপাশে যা-ই ঘটুক না কেন তারা সবাই তার কানে তুলে দেয়।

ভাল কথা! তো সেরকম এক মহাক্ষমতাশালী প্রাণীর নিশ্চয়ই জানা থাকার কথা আমি মুক্তোটা ফিরিয়ে দিতে এসেছি। রাতের আঁধারে হেঁটে যাওয়ার সময়, প্রায়ই চারধারে নজর বুলিয়েছি অতিকায় এক জীবের সন্ধানে, আর হাসি চেপেছি কোনমতে।

আমি কি ওটার অস্তিত্বে বিশ্বাস করি? নাকি করি না? প্রশ্নটা বারবার উদয় হয়েছে মনে।

পেছনে, কুয়াশার আড়াল থেকে, শব্দটা আবারও শুনতে পেলাম আমি। এবার কানে এল অতি পরিচিত এক কণ্ঠস্বর।

'শুভ সকাল, র‍্যামন,' বলল লোকটা। 'খুব আস্তে আস্তে দাঁড় মেরেছ তুমি। সেই লা পাজ থেকে তোমার পিছু নিয়েছি। প্রায় সারা রাত ধরে অপেক্ষা করছি। একটা সময় তো ঘুমিয়েই পড়েছিলাম। মুক্তোটা কি খুবই ভারী?'

'কিসের মুক্তো?'

হেসে উঠল সেভিলানো।

'পার্ল অভ হেভেনের কথা বলছি। কেন, চেনো না বুঝি? আমি জানি

তুমি ওটা চুরি করেছ। আমি তখন গির্জার দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলাম। নিজের চোখে তোমাকে চুরি করতে দেখেছি। তোমার পকেট ফুলে ঢোল হয়ে ছিল। তুমি হয়তো জিজ্ঞেস করতে পারো কেন তোমার ওপর নজরদারী করেছি। তার উত্তর, আমি নিজেই ওটা চুরি করতে গেছিলাম। কি, খুব অবাক হলে বুঝি?'

'না। অবাক হইনি।'

'দুই চোর যখন এক হয়েছি তখন সত্যি কথা বলাই ভাল। মুক্তোটা সাথে আছে তোমার?'

ঘন কুয়াশার কারণে ওকে দেখতে পাচ্ছি না। অনুমান করা যাচ্ছে না ওর নৌকাটার অবস্থান।

'মুক্তোটা সাথে না থাকলে নাই থাকল,' বলল সেভিলানো। 'একটা প্রশ্নের জবাব দাও, ওটা কি এখানেই পেয়েছিলে? দুটো প্রশ্নেরই ঠিকঠাক জবাব চাই আমি। আমাকে মিথ্যে বলে লাভ হবে না।'

কুয়াশা খানিকটা কাটতে আমাদের অবস্থান টের পেলাম। সেভিলানোর নৌকা আমার আর মান্তা ডায়াবলোর গুহার মাঝখানে। যতখানি ভেবেছি তারচাইতে অনেকখানি কাছে রয়েছে সে। ওর হাতে একটা ছোরা, ফলাটা ঝিকিয়ে উঠল সামান্য আলো পড়তে। পরস্পরের দিকে চাইলাম আমরা। ওর মুখের ভাবে বুঝলাম প্রয়োজন পড়লে ছোরাটা ব্যবহার করতে দ্বিধা করবে না।

বসে রইলাম আমি, মুখে কুলুপ এঁটে।

'মুক্তোটা চুরি করে কোন ভুল করোনি তুমি,' বলল ও। 'উলুবনে মুক্তো ছড়িয়ে লাভ কি বলো। ওটা শয়তানকে উপহার দিলেও কিছু আর এদিক ওদিক হত না। ওই একই হত। জিনিসটা কোথায় পেয়েছ গোপন রাখতে চাও বোঝা যাচ্ছে। দাও, ওটা দিয়ে দাও, তারপর না হয় অন্য বিষয়ে কথা বলা যাবে।'

ছোরাটা আড়াল করল ও। ওর নৌকাটা কাছে এসে গায়ে গা ঠেকাল আমারটার সাথে। হাত বাড়িয়ে দিয়েছে ও মুক্তোটার জন্যে।

গুহাটা অন্ধকার। কাছেই ওটা, পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। শার্টের ভেতর থেকে বের করলাম মুক্তোটা। ভাবখানা এমন যেন ওকে দিতে যাচ্ছি। কিন্তু ও যেই হাত বাড়িয়েছে, অমনি গুহামুখ লক্ষ্য করে ওটা ছুঁড়ে মারলাম।

কাজটা বোকামি হয়ে গেল। মুক্তো আমার হাতছাড়া হতেই, সাগরে ঝাঁপ দিল সেভিলানো, ডুব মারল পানির নিচে। দাঁড় তুলে নিয়ে নৌকা ঘুরালাম আমি। লেওনের দূর প্রান্তে, সোতো লুজনের কাছে. সাহায্যের জন্যে যাওয়ার ইচ্ছে। কিন্তু তার আর সুযোগ পেলাম কই। সেভিলানো পানি

থেকে উঠে এসে একটা দাঁড় আঁকড়ে ধরল। তারপর হাত রাখল নৌকার কিনারে। কালো প্রকাণ্ড মুক্তোটা তার অপর হাতের শোভা বর্ধন করছে।

'তুমি এটা শয়তানের কাছে ছুঁড়ে দিয়েছিলে, আর শয়তান সেটা তুলে নিয়েছে,' বলল ও। এক প্রান্ত বেয়ে উঠে পড়েছে নৌকায়।

কিছুই করার নেই আমার।

'এবার এসো, আমার নৌকাটায় উঠি,' বলল ও।

ঢেউয়ের তালে দূরে সরে গেছে ওর নৌকা। আমারটার চাইতে আকারে ছোট ওরটা। ওটার কাছে পৌঁছতে দেখি খাবার-দাবার, পানির পাত্র, মাছ ধরার সরঞ্জাম, আর একটা হার্পুন সবই রয়েছে। ওর নৌকায় পা রেখে আমাকে ডাকল সেভিলানো, 'এসো।'

নড়লাম না আমি।

'চলে এসো। বহু দূর যেতে হবে।'

'আমি তীরে যাব। সোতো লুজনের সাথে কাজ আছে আমার।'

সেভিলানো এবার তার ছোরাটা বের করল। দূর প্রান্তের সৈকতের উদ্দেশে চাইলাম আমি। আমাদের কথা কি কানে যাবে না লুজনের? কৌতূহলী হয়ে কি সে কারা এল দেখতে আসবে না? কিন্তু লাল কুয়াশায় বেলাভূমি তখনও ঢাকা পড়ে আছে। ওকে দেখতে পেলাম না আমি।

'এসো!' উদ্যত ছোরা হাতে বলল সেভিলানো। 'কই, এসো!'

ওর হুকুম না মেনে উপায় নেই।

'বসো। দাঁড় ধরো।'

শার্টটা খুলে তার ভেতর গুঁজে দিল মুক্তোটা।

'কই, বৈঠা বাও।'

পানি থেকে উঠে আসতে শুরু করেছে কুয়াশা। তীরের দিকে শেষ একবার চাইনি হানলাম: কেউ নেই। পিঠে ছুরির ফলার চাপ অনুভব করছি। অগত্যা দাঁড় তুলে নিয়ে বাইতে লাগলাম।

'সাগরের দিকে বৈঠা মারো,' বলল লোকটা। 'কেন, জানতে চাও? আমরা সিটি অভ গায়মাসে যাচ্ছি। কেন যাচ্ছি? মুক্তোটা বেচব বলে। গায়মাসের মুক্তো ব্যবসায়ীদের কাছে সালাজার পরিচিত নাম, তাই তুমি সাথে থাকলে সুবিধে হবে। আমি একা গেলে যা পেতাম তার দশগুণ বেশি পাব তোমাকে সাথে রাখলে।'

নিজের দাঁড় নিয়ে ছপাৎ ছপাৎ পানি কাটছে ও। মাথায় চিন্তা খেলে গেল, পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে কাছের তীরটায় গিয়ে উঠি না কেন।

ব্যাটা বোধহয় আমার ফন্দি টের পেয়েই ছুরির চাপ বাড়াল পিঠে।

'একই সাথে দাঁড় বাওয়া আর তোমার ওপর চোখ রাখা সম্ভব না,'

বলল ও। 'কাজেই তুমি দাঁড় বাও। পরিশ্রম একটু বেশি হবে, দু'জনেরটা একার করতে হবে কিনা।'

প্রাণপণ দাঁড় বেয়ে চললাম।

'কি করবার আছে আমার?' মনে মনে বললাম। 'বেশি পাঁয়তারা করতে গেলে শেষে ছুরি খেয়ে মরব। তারচাইতে যা বলছে করে যাই।'

লেগুন ছেড়ে বেরনোর পর, আমার আর তীরে সাঁতরে গিয়ে ওঠার সুযোগ রইল না।

সেভিল্লানো পুবমুখো করল নৌকা, তুলে দিল পাল।

পনেরো

জো রদার দখিনা বাতাসে, বেশ ভাল দূরত্বই পেরিয়ে এল সেদিন সকালে। মাঝদুপুরে সেভিলানোর আনা কর্ন-ব্রে খেলাম। তারপর একটু বিশ্রাম নেয়ার জন্যে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম আমি।

সন্ধে নাগাদ ঘুম ভাঙল।

'তুমি ইচ্ছে করলে একটু ঘুমিয়ে নিতে পারো,' বললাম সেভিলানোকে।

'না,' বলল লোকটা। 'আমি তোমাকে বিশ্বাস করি না। একবার ঘুমিয়ে পড়লে সে ঘুম আর হয়তো নাও ভাঙতে পারে। আর নয়তো উঠে দেখব দ্বীপের দিকে ফিরে যাচ্ছে নৌকা।'

কিন্তু শুয়ে ঠিকই থাকল লোকটা—এক চোখ খুলে, আর ছুরির বাঁটে হাত রেখে।

দুর্বল হয়ে এসেছে বাতাস। আমাদের প্রায় সিকি মাইল পেছনে সামুদ্রিক কিসের যেন উপস্থিতি টের পেলাম আমি। ঢেউ নয় ওটা। সমুদ্র একেবারে শান্ত। আশপাশে প্রচুর হাঙরের আনাগোনা, কাজেই প্রথমটায় ধারণা করলাম মাছের ভোজ জমিয়েছে ওগুলো। একটু পরেই নড়াচড়াটা লক্ষ করলাম আবার। চাঁদের আলোয় যে জিনিসগুলো ঝিকমিক করছে তার সাথে মান্তার পাখনার সাদৃশ্য রয়েছে। উঠছে আবার নামছে ও দুটো। মান্তাই ওটা।

আগেও কয়েকটা মান্তা দেখেছি সেদিন, রোদ পোহাচ্ছে সাগরে শরীর ভাসিয়ে নয়তো শূন্যে লাফ-ঝাঁপ দিচ্ছে। কাজেই অনুসরণকারী মান্তার ব্যাপারে মাথা ঘামালাম না। নিশ্চিন্তে ঘুম দিলাম আমি।

মাঝরাতে, শব্দ কানে এল। ছোট ছোট শব্দ, কাছেই হচ্ছে। স্বপ্ন দেখিনি তো! না। মাত্র একশো ফিটের মত ফারাক, চাঁদের আলোয় উদ্ভাসিত দেহ, দানব মান্তা পেছন পেছন সাঁতরে আসছে।

'ওই যে দেখো,' বললাম সেভিলানোকে। 'আমাদের পিছে পিছে কি আসছে।'

'হ্যাঁ,' বলল ও। 'আমি চাইছি সামনে আসুক। তখন ওটার গায়ে দড়ি পেঁচিয়ে সিটি অভ গায়মাসে নিয়ে যেতে পারব।'

কল্পনায় ছবি দেখে অট্টহাসি করে উঠল ও। কিন্তু আমি স্বস্তি পেলাম না,

নীরবে বসে থেকে দানো মান্তাটাকে পেছন পেছন সাঁতরে আসতে লক্ষ করছি। সাঁঝের শুরুতে এটাকেই দেখেছিলাম আমি। নিশ্চিত ছিলাম, এ সেই জিনিস–কিংবদন্তীর মান্তা ডায়াবলো।

'ও কর্ন-কেকের গন্ধ পেয়েছে,' হালকা চালে বলল সেভিলানো।

ভোর হলো, মান্তা তখনও পিছু লেগে রয়েছে আঠার মতন। দূরত্ব বজায় রেখেছে সেই আগেরই মত। নৌকার গতির সাথে তাল মিলিয়ে পানি কাটছে, জোরেও নয় ধীরেও নয়।

'মনে আছে,' বললাম আমি। 'আমি প্রথম যেদিন জাহাজে উঠেছিলাম, তুমি "মান্তা ডায়াবলো!" "মান্তা ডায়াবলো!" বলে চেঁচাচ্ছিলে, আর একটা ইন্ডিয়ান ভয়ে মরে যাচ্ছিল? ওর এটা দেখা উচিত ছিল–টের পেত কাকে বলে দানব মান্তা।'

'আমি জীবনে অনেক মান্তা দেখেছি,' বলল সেভিলানো। 'কিন্তু এটা সবার চাইতে বড়। এক ডানা থেকে আরেক ডানা পর্যন্ত কমপক্ষে বিশ ফিট হবে, আর ওজন দু'টনের কম হবে না। অবশ্য বড়গুলো হিংস্র হয় না। সারাদিনও কখনও কখনও আমার নৌকার পিছু নিয়েছে ওরা, কিন্তু কোন ক্ষতি করার চেষ্টা করেনি। চাইলেই অবশ্য সামান্য ছোঁয়ায় তোমার নৌকা টুকরো টুকরো করে দিতে পারে, তোমাকে খতম করে দিতে পারে। যদি চায় আরকি, কিন্তু ওরা অমন না।'

এক ঘণ্টা কেটে গেছে, মান্তাটা এখন নৌকার সামনে। নৌকার পাশ কাটানোর সময় ওর হলদে চোখ লক্ষ করেছি আমি। আমার ওপর যেন স্থির হয়ে ছিল–শুধু আমারই ওপর, সেভিলানোর দিকে চোখ ছিল না ওর। দানবটার মুখও নজর এড়ায়নি আমার। শৈশবে শোনা মার রোমাঞ্চকর কথাগুলো মনে পড়ে গেছে। মান্তা ডায়াবলোর নাকি সাত সারি দাঁত। মা ভুল বলত। ওপরের সারিতে দাঁত নেই ওর, আছে কেবল এক পাটী, তাও নিচে। এবং দাঁতগুলো মোটেও ছুরির মতন দেখতে নয়, ধবধবে সাদাও নয়।

মান্তাটা এখন ঘুরে, বড় এক বৃত্ত কেটে ফিরে আসছে। আবার চলে গেল সামনে, ফিরেও এল। কিন্তু এবারের চক্রটা অপেক্ষাকৃত ছোট এবং ঢেউ যা উঠল তাতে নৌকাটার উথাল-পাতাল অবস্থা।

'জ্বালিয়ে মারল দেখা যাচ্ছে,' বলল সেভিলানো। 'আরেকটু যদি কাছে আসে এবার ঠিক হার্পুন খাবে।'

ওকে রাগানো ঠিক হবে না, মনে মনে সেভিলানোর উদ্দেশে বললাম। তোমার হার্পুন ওটাকে সামান্য সুঁইয়ের খোঁচাও দিতে পারবে না। এ যে সে মান্তা নয়, সেভিলানো–এর নাম মান্তা ডায়াবলো। কথাগুলো উচ্চারণ করলাম না, মনের মধ্যে পুষে রাখলাম। ওর হলদে চোখ এখনও আমার

ওপর নিবদ্ধ।

বৃত্তগুলো ক্রমেই ছোট হচ্ছে, আমরা পাকচক্রের মাঝখানে পড়ে গেছি–আমরা আর মুক্কোটা। আসলে বলা উচিত আমি আর মুক্কোটা।

ঢেউয়ের তালে তালে নাচানাচি করছে নৌকা, দুলছে এপাশ-ওপাশ। হ্যাটে পানি সেঁচে ফেলে দিচ্ছি দু'জনেই, নৌকাটা যাতে ডুবে না যায়।

আর আধ মাইলের ফারাকে আইলা ভি লস মুয়ের্টস নামে এক দ্বীপ রয়েছে–মৃতদের দ্বীপ। এমন ভীতিকর নামকরণের কারণ, দ্বীপটায় বিশেষ এক গোত্রের ইন্ডিয়ান বাস করে, দ্বীপে যে-ই পা রাখুক তাকে খুন করে তারা।

'আমরা ওই দ্বীপে যাব,' বলল সেভিলানো।

'হ্যাঁ,' সায় দিলাম। 'বাঁচার সম্ভাবনা ওখানেই বরং বেশি।'

মান্তা ডায়াবলো আমাদের পরিকল্পনা আঁচ করেই যেন দূরে চলে গেল, তারপর ডুব দিল চোখের আড়ালে।

দ্বীপটায় নিরাপদেই পৌঁছতে পারলাম আমরা।

ষোলো

আইলা ডি লস মুয়ের্টস, মৃতদের দ্বীপ, ভার্মিলিয়ন সাগরের আর সব দ্বীপের মতনই। বালিময় উপসাগরে নৌকা ঢুকিয়ে, তারপর সৈকতে টেনে তুললাম আমরা। এবার দ্বীপটার ওপর নজর বুলানোর জন্যে নিচু এক টিলায় উঠলাম।

দ্বীপটা ছোট, বড় কোন পাহাড় নেই এখানে। ইন্ডিয়ানরা খোলা আকাশের নিচে বাস করে বলে কুঁড়েঘর চোখে পড়ে না। দ্বীপের দক্ষিণ প্রান্তে ওদের আগুনের ধোঁয়া দেখতে পেলাম আমরা। আগুন ঘিরে বসে রয়েছে লোকজন। সৈকতে সার বেঁধে ওদের নৌকাগুলো দাঁড়িয়ে।

কাল আমাদেরকে উপসাগরে প্রবেশ করতে ওরা কেউ লক্ষ করেনি। নৌকাটা উল্টে দিয়েছি আমরা পানি শূন্য করার জন্যে। আরও কটা কর্ন-কেক খেলাম দু'জনে। আঁধার হয়ে এসেছে।

'ঘণ্টা খানেক অপেক্ষা করব আমরা,' বলল সেভিলানো। 'এর মধ্যে মান্তা অন্য কোন নৌকার পিছু নেয়ার সুযোগ পাবে।'

'এক ঘণ্টা কেন, এক দিন অপেক্ষা করলেও আমাদের পিছু ছাড়বে না ও।'

'কি বলছ তুমি?'

'বলছি, ওটা যে সে মান্তা নয়, মান্তা ডায়াবলো।'

হেসে উঠল ও।

'বোকা ইন্ডিয়ানরা ওসবে বিশ্বাস করে, কিন্তু তাই বলে তোমার মত স্কুল পড়ুয়া ছেলেও? কত বড় বংশের ছেলে তুমি! তুমিও কিনা ওসব আজগুবী গল্পে বিশ্বাস করো?'

'বললাম তো, ওটা মান্তা ডায়াবলো, আর মান্তাটা ওত পেতে রয়েছে মুক্তোটার জন্যে। যতক্ষণ না হাতে পায় হাল ছাড়বে না।'

সটান উঠে দাঁড়িয়ে আমার দিকে চাইল ও। বসে রয়েছি আমি।

'আমি মুক্তোটা যদি সাগরে ছুঁড়ে ফেলে দিই,' বলল, 'মান্তা ওটা তুলে নিয়ে নিজের পথ ধরবে, তুমি এই-ই বলছ তো?'

'হ্যাঁ।'

আমার দিকে পিঠ ফেরাল ও, হেঁটে মিশে গেল অন্ধকারে—যেন আমার

কাছ থেকে সরে যেতে চাইছে নিরাপদ দূরত্বে।
চাঁদ উঠেছে। এর পরেই দূরে পাখিদের ডানা ঝটপটানোর আওয়াজ আর কিচিরমিচির শুনতে পেলাম। কোন কারণে ভয় পেয়েছে ওরা। মুখ তুলে চাইতে দেখি একজন লোক টিলার ওপরে দাঁড়িয়ে রয়েছে. আকাশের পটভূমিতে পরিষ্কার তার অবয়ব।

তড়াক করে লাফিয়ে উঠলাম আমি। সেভিলানোকে ডাকলাম না। এই সুযোগে ওর হাত এড়াতে পারি যদি। ভাবলাম যাই পাহাড়ে উঠে ইন্ডিয়ানটাকে বলি কেন এ দ্বীপে এসেছি, আর ওর সাহায্য কামনা করি। মান্তা ডায়াবলোর ব্যাপারটা নিশ্চয়ই বুঝবে সে।

বুদ্ধিটা বড়ই বিপজ্জনক, তবে কাজ হয়তো হতেও পারত; যদি না সেভিলানোও ওকে দেখে ফেলত।

'চলে এসো!' গর্জাল ও। 'এখন যাব আমরা।'

প্রথম জনের সঙ্গে এসে ইতোমধ্যে মিলিত হয়েছে অন্যান্য ইন্ডিয়ানরা।

সেভিলানো দৌড়ে নৌকার কাছে গিয়ে, ওটাকে উল্টে সোজা করল। বেলাভূমি থেকে ঝটপট সমস্ত মালপত্র তুলে ওটায় বোঝাই করে ফেলল।

'জলদি করো!' চেঁচাল আমার উদ্দেশে।

ওর কাছে হেঁটে গিয়ে নৌকাটা পানিতে নামাতে সাহায্য করলাম ওকে। মুক্তোটা কোথায় কে জানে। নৌকায় আছে, নাকি ওর পকেটে?

'তোমার মনে হয়,' বলল ও, 'থাকার ইচ্ছে ছিল? এখানকার ইন্ডিয়ানরা মাটিতে গর্ত খুঁড়ে বন্দীদের কবর দেয়। মাথাটা কেবল বেরিয়ে থাকে, পশু-পাখিদের ভোজের জন্যে। কি, তোমার বুঝি মান্তা ডায়াবলোর চাইতে সেটাই বেশি পছন্দ?'

নৌকা ভাসলে পর বৈঠা তুলে নিল সেভিলানো।

'কি, যাবে না থাকবে?' প্রশ্ন করল।

রণহুঙ্কার ছেড়ে পাহাড় থেকে নেমে আসছে ক্রুদ্ধ ইন্ডিয়ানরা। ঝট করে নৌকায় চড়ে বসলাম আমি।

আকাশে দ্বাদশীর চাঁদ। বাতাস স্বচ্ছ, সাগরের পানিতে রুপোলী আলোর ঝিলিমিলি। আশপাশে মান্তা ডায়াবলোর ছায়াও নেই।

জোরে বৈঠা মারছি আমরা ইন্ডিয়ানদের ভয়ে। পাছে নৌকায় চড়ে ওরা অনুসরণ করে। দীর্ঘক্ষণ ওদের চিৎকার-চেঁচামেচির শব্দ কানে এল, কিন্তু আমাদের পিছু নেয়ার চেষ্টা করল না ওরা।

দ্বীপ ছেড়ে অনেকটা দূরে আসার পর, বাতাস জোরাল হলো। পাল তুলে দিয়েছে সেভিলানো, পুবমুখো ভেসে চলেছি আমরা।

সতেরো

ভোর যখন হলো, মৃতদের দ্বীপ পড়ে রইল বহু দূরে। বাতাস এখন ভারী, সাগরের পানি শান্ত। শূন্যে লাল কুয়াশার পাতলা চাদর ঝুলে রয়েছে, কিন্তু মান্তা ডায়াবলোকে দেখা গেল না।

এক ঘণ্টা মত কেটেছে, তারপর আমাদের প্রায় শ'খানেক গজ পেছনে, পাহাড়ের মত মাথা তুলল পানি। আর সেই পাহাড়ের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল মান্তা ডায়াবলো।

শূন্যে বিরাট এক লাফ দিল ওটা, এতবড় লাফ দিতে আগে কখনও কোন মান্তাকে দেখিনি। এতটাই উঁচু হয়েছে যে ওটার শরীরের নিচের অংশ দেখা গেল, সে সঙ্গে ইয়া লম্বা লেজটা। মুহূর্তের জন্যে শূন্যে ভেসে থেকে, তারপর সজোরে পানিতে আছড়ে পড়ল ভয়াল জীবটা।

'তোমার দোস্ত কত বড় বাহাদুর দেখাচ্ছে আমাদেরকে,' বলল সেভিলানো।

ও কি এখনও জানে না, এটা সেই ভয়ঙ্কর মান্তা ডায়াবলো?

নৌকার পেছনদিকে নিরাপদ জায়গায় মুক্তোটা রেখে দিল সেভিলানো। এবার তুলে নিল হার্পুনটা।

'জীবনে অনেক মান্তা খুন করেছি আমি,' বলল ও। 'এদের মারা কঠিন কিছু না, গায়ে চর্বি নেই তো। বড়সড় হাঙরের চাইতে অনেক সহজে এদের খতম করা যায়।'

চোখের আড়ালে ডুব মারল মান্তা ডায়াবলো। মাঝদুপুর অবধি আর দেখা দিল না। সেভিলানো নাকি এ পর্যন্ত নটা মান্তা সাবাড় করেছে। ও যখন এসব বড়াই করছে তখন হয়তো দানব মান্তাটা অলক্ষে আমাদের পিছু নিচ্ছে।

প্রথমে ওটার ডানা চোখে পড়ল আমার। তারপর নৌকার পাশ কাটানোর সময় সেই আগের মত হলদেটে চোখ নিবদ্ধ হলো আমার ওপর; যেন বলতে চায়, 'মুক্তোটা আমার! ওটা সাগরে ফেলে দাও। মুক্তোটা কষ্ট ছাড়া আর কিছু দেয়নি তোমাকে, ওটা ফিরিয়ে না দিলে জীবনেও আর শান্তি পাবে না।'

সেভিলানো আমার অনুভূতি পড়তে পারছে যেন। হেসে উঠল ও।

আমাকে কুসংস্কারগ্রস্ত ছেলেমানুষ বই আর কিছু ভাবতে পারছে না সে–কিংবা বোধবুদ্ধি লোপ পাওয়া কোন পুরুষমানুষ।

হার্পুনের নাগাল এড়িয়ে সাঁতরে চলেছে মান্তা ডায়াবলো। একটু পরে সামনে গিয়ে, মস্ত এক চক্কর কেটে ধীরে ধীরে ফিরে এল। সেভিলানো ভারী হার্পুন হাতে অপেক্ষা করছে ওটার জন্যে। হামাগুড়ি দিয়ে নৌকার শেষ মাথায় যেতে হবে আমাকে, মুক্তোটা বাগে পেতে, কিন্তু সেভিলানো তো আর চোখ বুজে থাকবে না। কাজেই মনস্থির করলাম মান্তাটা কাছে আসুক, ততক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করব। সেভিলানো যখন ব্যস্ত থাকবে ওটাকে নিয়ে তখন কাজে লাগাব সুযোগটা।

সেভিলানো আমার দিকে চাইল।

'কিছু ব্যাপার পরিষ্কার হচ্ছে আমার কাছে,' বলল ও। 'আমি জানি কেন তুমি ম্যাডোনার কাছ থেকে মুক্তোটা ফিরিয়ে নিয়েছ। সে তোমার বাবাকে বা জাহাজগুলোকে বাঁচায়নি বলে। সারা রাত ধরে নৌকা চালিয়ে লেগুনে গেছিলে তুমি, মান্তাকে মুক্তোটা ফিরিয়ে দেয়ার জন্যে। কি, ঠিক বলেছি না?'

আমি চুপ করে রইলাম।

'তোমাকে একটা কথা বলি শোনো,' বলল ও। 'এটা একমাত্র আমিই জানি। তোমাদের জাহাজগুলো এখন হয়তো বন্দরে নিরাপদে থাকত, আর তোমার বাবাকেও মরতে হত না–বাসায় বসে এখন ডিনার করত সে।'

রাগে পিত্তি জ্বলে গেলেও চুপ করে বসে রইলাম। আমার থমথমে মুখের দিকে চাইল সে। কি বুঝল কে জানে।

'রাগ কোরো না। জাহাজগুলো মালডোনাডোর পাথরে ধ্বংস হলো কেন সেটা তোমাকে জানানোই আমার উদ্দেশ্য। জাহাজগুলোর কোন দোষ ছিল না, আর তোমার বাবাও পোড় খাওয়া ক্যাপ্টেন। আর এমনও নয় যে এত বড় ঝড় সে আগে কোনদিন সামাল দেয়নি। কিন্তু তারপরও অমনটা ঘটল। তুমি জানতে চাও না, কেন?'

'আমি কিছুই জানতে চাই না।'

'কিন্তু আমি তবু বলব। আমি মান্তাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকলে তুমি আবার মুক্তোটা সাগরে ফেলে দেবে না তো? তাহলে কিন্তু তোমাকে খুন না করে উপায় থাকবে না। একটা কথা শুনে রাখো, মান্তা তোমার বাবাকে মারেনি।'

মান্তা ডায়াবলো তখনও অনেকখানি ফারাক বজায় রেখেছে এবং আমাদেরকে ধরার জন্যে তেমন ব্যস্ততাও দেখাচ্ছে না। কিন্তু সেভিলানো হার্পুনের এক মাথায় রশি বেঁধে পায়ের কাছে রশির কুণ্ডলীটা ফেলে

www.boiRboi.blogspot.

রেখেছে।

ঝড়ের সম্ভাবনা দেখা দিলে তোমার বাবাকে বলেছিলাম লাস এনিমাস উপসাগরে জাহাজ ভেড়াতে। কিন্তু সে আমার কথা হেসে উড়িয়ে দিল। তার বক্তব্য ছিল বাতাস আমাদের পক্ষে। ঝড় আসার আগেই কেবালভো পৌঁছে যাব আমরা। তার সিদ্ধান্ত ভুল ছিল। সে ভুল সিদ্ধান্তটা নেয় শুধুমাত্র মুক্তোটার জন্যে–ম্যাডোনাকে সে মুক্তোটা দান করেছে বলে তার ধারণা হয়, খোদা তাকে রক্ষা করবে। কথাটা মুখে না বললেও বোঝা যাচ্ছিল মুক্তোটা তাকে দুঃসাহসী করে তুলেছে। ওর হাব-ভাব, চাহনি সব কিছুতেই ব্যাপারটা টের পাচ্ছিলাম আমি।

সেভিলানো মাথা তুলে আকাশের দিকে চাইল এবং একটা হাত শূন্যে উঁচিয়ে অভিনয় করে দেখাল বাবা কি করেছিল। ফাদার গ্যালার্ডোকে, আমাদের বাসায় মুক্তোটা দেয়ার সময়ও ঠিক এমনি ভাব-ভঙ্গি লক্ষ করেছিলাম বাবার। কী পরিপূর্ণ বিশ্বাসই না তার ছিল–সালাজার পরিবার চিরদিন খোদার বিশেষ করুণা লাভ করবে।

বলে চলেছে সেভিলানো, 'ওর কথা-বার্তা শুনে মনে হচ্ছিল খোদা স্বয়ং ওর হাত ধরে রয়েছে।'

ছুরিটা বাগিয়ে ধরল ও, ছুঁড়ে দেয়ার জন্যে প্রস্তুত।

'ম্যাডোনার কাছ থেকে মুক্তোটা চুরি করবে কি করবে না দ্বিতীয়বার ভেবে দেখোনি কেন? কি করেছ তুমি? আমি জানি তুমি ওটা চুরি করতে না, এখন বুঝেছ তো জাহাজগুলো কেন ডুবেছে। তেমনি তোমার বন্ধু গ্যাসপার রুইজ, সেভিলানোর কাছ থেকেও মুক্তোটা হাতিয়ে নেবে না তুমি– ঠিক বলেছি না?'

আমার উত্তর শোনার জন্যে অপেক্ষা করল ও, কিন্তু আমি নীরব রইলাম। টের পেয়ে লক্ষ করছি মান্তা ডায়াবলো আমাদের পিছু তাড়া করে আসছে। ইতোমধ্যে মনস্থির করে ফেলেছি, ও মান্তা ডায়াবলোকে খুন করলে কি করব আর না করলেই বা কি করব।

আঠারো

বড় করে চক্র কেটে আবারও সাঁতরে ফিরে এল মান্তা ডায়াবলো, তবে এবারও হার্পুনের নাগালের বাইরে থাকল। এ দফায় কাছিয়ে এল ওটা, এতটা কাছে এবারই প্রথম। হলদেটে চোখ ওর আমার দিকে নয়, সেভিলানোর প্রতি স্থির। যেন বলতে চাইছে: 'সাহস থাকলে ছোঁড়ো দেখি ওটা!'

বাঘা গলায় গর্জন ছাড়ল সেভিলানো। ওর হাত থেকে উড়ে গেল হার্পুনটা, অনুসরণ করল দড়ি। আমার পায়ে পেঁচিয়ে গিয়ে নৌকার একপাশে আমাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল রশি। সাগরে পড়েই মরি কিনা কে জানে, কিন্তু কোনভাবে পা থেকে ফাঁস খসে গেল দড়ির। নৌকার কিনারে পড়ে থেকে দেখতে পেলাম লম্বা হার্পুনটা ওপরে উঠে তারপর নিচে নেমে এল। মান্তা ডায়াবলোর দু'ডানার মাঝখানে বিঁধে গেল ওটা। হার্পুনের দড়িতে এবার এমন জোরে টান পড়ল, লাফ দিয়ে শূন্যে উঠে গেল নৌকাটা। তারপর দড়াম করে আছড়ে পড়ল। দড়িতে প্রবল টান পড়তে সামনে, পুবমুখো ছুটতে শুরু করল নৌকা।

'তোমার দোস্ত আমাদের ঠিক দিকেই নিয়ে যাচ্ছে,' মন্তব্য করল সেভিলানো। 'এভাবে যেতে থাকলে আগামীকাল সকাল নাগাদ পৌঁছে যাব গায়মাসে।'

কিন্তু মান্তা ডায়াবলো পুব দিকে অল্প খানিকদূর সাঁতরাল, তারপর ঘুরপথে পশ্চিমের রাস্তা ধরল। ধীরেসুস্থে যাচ্ছে এ মুহূর্তে ওটা, নৌকায় যার ফলে পানি উঠতে পারছে না। লেগুনের উদ্দেশে, নাক বরাবর তরতর করে এগিয়ে যেতে কোন ভুল হচ্ছে না ওর।

'ভুল পথে যাচ্ছে তোমার দোস্ত,' বলল সেভিলানো। 'অবশ্য মান্তারা খুব সহজেই ক্লান্তিতে হেবসে যায়।'

সকাল পেরোল, মাঝদুপুর ঘনাল। মান্তা ডায়াবলো তখনও পশ্চিম দিক লক্ষ্য করে সাঁতরে চলেছে।

সেভিলানো নৌকার মাথায় গিয়ে সামনে চোখ রাখল। মান্তা ডায়াবলোর পিঠে গেঁথে দাঁড়িয়ে রয়েছে হার্পুনটা। এবার আমার দিকে চাইল ও। এটা যে যেন তেন মান্তা নয়, একে থোড়াই পরোয়া করা যে চলে না, লোকটা এখনও কি তা বুঝতে পারছে না? কেন বুঝতে চাইছে না, এই

মান্তা আর কিছু নয়, মান্তা ডায়াবলো?

অবশেষে উঠে দাঁড়াল সেভিলানো। বের করল লম্বা ছোরাটা। ভাবলাম, মান্তার সঙ্গে আমাদের ছুড়ে রাখা রশিটা কেটে দেবে বুঝি। হয়তো মুহূর্তের জন্যে চিন্তাটা খেলা করেছিল ওর মাথায়, কিন্তু তারপর স্বগতোক্তি করল, 'না, না, না!' ছোরাটা নামিয়ে রেখে দড়িটা দু'হাতে পালা করে টেনে আনতে লাগল।

নৌকাটাকে সামনে ঠেলে দিল ও। আগের মতই সাঁতরে চলেছে মান্তা ডায়াবলো। শেষমেষ এতটাই কাছাকাছি হলাম, চাইলেই হাত রাখতে পারি মান্তার লেজে।

সেভিলানো নৌকার সামনের দিকে দড়িটা বেঁধে দিল। হ্যাট আর শার্ট খুলে ফেলল। এবার হাতে তুলে নিল ছোরাটা। গভীর শ্বাস টেনে, বুক থেকে হুশ করে দম ছেড়ে দিল। বারবার দম নিল আর ছাড়ল ও, দীর্ঘ ডুব দেয়ার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে যেন। মনে হলো আমার, মান্তা ডায়াবলোকে বধ করার প্রতিজ্ঞা করেছে সে, যত সময় লাগে লাগুক, যত কষ্ট হয় হোক। একাজটা করে আমার কাছে প্রমাণ করতে চায়, গ্যাসপার রুইজ, সেভিলানো, র‍্যামন সালাজারের চাইতে যোগ্য লোক।

উঠে দাঁড়িয়ে আমিও ছোরা বাগিয়ে ধরলাম।

'দু'জনে মিলে খতম করব ওটাকে,' গর্জে উঠলাম।

আমার ছুরিটার দিকে চেয়ে হেসে উঠল সেভিলানো।

'ওটা দিয়ে মান্তাকে কেন, ওর দাদীকেও মারা যাবে না। চুপচাপ বসে থাকো এক কিনারে। মান্তা ডুব দিতে গেলে, দড়িটা কেটে দিয়ো। তাতে নৌকাসুদ্ধ তোমার ডুবে মরার ভয় থাকবে না। আর হ্যাঁ, ভুলেও মুক্তোটায় হাত দিয়ো না, কেমন?'

সেভিল্যানো ঝাঁপ দিল এবার। মান্তা ডায়াবলোর চওড়া পিঠে সওয়ার হলো গিয়ে। হাঁটুর ওপর ধপ করে পড়ে হার্পুনের উদ্দেশে সামনে এগোল। একহাতে হার্পুন আর অপর হাতে ছোরা ধরল ও। মান্তা ডায়াবলোর যেন এসব ব্যাপারে কোন তোয়াক্কাই নেই। আগের মতই সাঁতরে চলল ওটা, শরীরের অর্ধেক পানির নিচে আর বাকিটা ওপরে ভাসিয়ে।

সেভিলানো সর্বশক্তিতে মান্তার মাথার ঠিক পেছনটায় ছোরাটা আমূল বসিয়ে দিল। সাগর থেকে ভুস করে ভেসে উঠল মান্তা ডায়াবলো, ওর লেজটা দেখতে পেলাম আমি।

আবারও আঘাত হানল সেভিলানো। মান্তার পিঠ ছাপিয়ে রক্তমাখা ছোট ছোট স্রোত বয়ে গেল। সাগরে লেজ আছড়াল ওটা। ভেতর থেকে গভীর এক শব্দ উঠে এল মান্তার। পিঠের ওপর পাখনা দুটো তুলল

সেভিলানোকে ঝেড়ে ফেলে দেয়ার জন্যেই যেন।

এবার ডুব মারল ওটা। দড়িতে হ্যাঁচকা টান পড়তে এক ঝটকায় সামনে ছিটকে গেল নৌকাটা, সাগরে উড়ে গিয়ে পড়ল আমাদের সমস্ত খাবার-দাবার।

মান্তা দৃষ্টিসীমার আড়াল না নেয়া পর্যন্ত দড়ি কাটার ফুরসতই পেলাম না আমি। নৌকার গলুই দেবে গেছে পানিতে, একটা ঢেউ চড়াও হয়েছে ওটার ওপর। ডুবে যাচ্ছি এমনিসময় ছিঁড়ে গেল দড়িটা।

হাঁটুতে ভর দিয়ে রয়েছে সেভিলানো লক্ষ করলাম। দু'হাতে আঁকড়ে ধরে আছে হার্পুনটা। ওটাকে মান্তার দেহের গভীরে দাবানোর ইচ্ছে হয়তো ছিল, কিন্তু দড়ির ছেঁড়া প্রান্তটা সামনে চলে গেছে–আষ্টেপৃষ্ঠে এমনভাবে পেঁচিয়ে ফেলেছে ওকে যে নড়াচড়ার আর সুযোগ নেই।

টুঁ শব্দটা করল না সেভিলানো।

আমার দিকে পিঠ ফেরানো ওর। পিঠের লাল-সবুজ ছবিগুলো পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি।

হার্পুন চেপে ধরে পানির নিচে হারিয়ে গেল লোকটা।

নৌকা থেকে পানি সেঁচে ফেললাম আমি। সাগর থেকে তুলে নিলাম বৈঠা, হাতের কাছেই ছিল। সেভিলানোকে শেষ যেখানটায় দেখেছি তার আশপাশে নৌকা বাইলাম আমি। পানিতে রক্তের দাগ। মান্তা ডায়াবলোর সঙ্গে অতল সাগরের নিচে চলে গেছে সেভিলানো। বীরপুরুষের মত জীবন দিয়েছে লোকটা।

সূর্য অস্ত গেলে পাল তুললাম, নৌকা চলল লা পাজের উদ্দেশে। হঠাৎ মনে পড়ল মুক্তোটার কথা। নৌকার পেছন দিকে সেভিলানো রেখেছিল ওটা। একমাত্র ওটাই পড়ে যায়নি সাগরের পানিতে, রয়ে গেছে।

উনিশ

নৌকা যখন ভিড়ালাম গোটা শহর তখন ঘুমে মগ্ন। তবে আগ্নেয় ভোর উপলক্ষে পাখিরা কলগুঞ্জন করছে।

নৌকাটা বালির চড়ায় টেনে তুললাম। তারপর নিঃশব্দে হাঁটতে লাগলাম রাস্তা ধরে–গন্তব্য পাহাড়ের ওপর ফাদার গ্যালার্ডোর গির্জা।

গির্জার দরজা ঠেলতেই খুলে গেল। কাছেপিঠে কেউ নেই এবং প্রাচীন দরজাটা খোলার শব্দও কেউ পায়নি।

দরজা দিয়ে ঢুকতেই নজরে এক নোটিশ চোখে পড়ল:

'ম্যাডোনার মুক্তা আত্মসাৎকারীকে কেহ ধরাইয়া দিলে তাহাকে এক হাজার পেসো পুরস্কার প্রদান করা হইবে।'

কাগজটা নিয়ে ভাঁজ করে পকেটে রেখে দিলাম। শ্বেতবসনা ম্যাডোনার চুলে ফুল গোঁজা, তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। মিষ্টি হাসিটা তখনও অম্লান তাঁর ঠোঁটে, হাতটা বাড়িয়ে দেয়া সবার উদ্দেশে–এমনকি আমার প্রতিও।

বিশাল আকারের কালো মুক্তোটা তাঁর হাতে রেখে বললাম, 'ম্যাডোনা, তোমার প্রতি এটা আমার ভালবাসার উপহার।'

এবার সেভিলানোর আত্মার মাগফেরাত কামনা করে প্রার্থনা করলাম। দোয়া করলাম মান্তা ডায়াবলোর জন্যেও, ভয়ঙ্কর অথচ সুন্দর ওই প্রাণীটাকে মাত্র দু'জন মানুষ স্বচক্ষে দেখেছে। এবং বেঁচে আছে মাত্র একজন।

মোনাজাত শেষে সিঁড়ির ধাপগুলোর দিকে এগিয়ে গেলাম, সিঁড়ি ভেঙে উঠে এলাম ঘণ্টা টাওয়ারের কাছে।

নিচে সবে ঘুম ভেঙেছে আমাদের ছোট্ট শহরটার। গামলা মাথায় করে পানি আনতে যাচ্ছে মহিলারা। ঘরে ঘরে চুলো জ্বেলে নাস্তা তৈরির আয়োজন চলছে। আমাদের বাসার সামনে ইন্ডিয়ান কাক্রব মেয়েটাকে ঝাঁট-পাট দিতে দেখলাম। ওর নাম লাজ, ঝড়ে ওর বাড়ীও ধ্বসে পড়েছে।

ঘণ্টার দড়ি ধরে টানলাম আমি। লোকজন যার যার বাসা থেকে ছুটে বেরিয়ে এল ঘটনা কি জানার জন্যে। দড়িগুলো টানলাম আবার–এবং আবার। তারপর অপেক্ষা করতে লাগলাম। ধাপ ভেঙে নেমে যখন এলাম গির্জা তখন লোকে ভরে গেছে। ফলে সবার অলক্ষে সুট করে কেটে পড়তে অসুবিধে হলো না আমার।

বাইরে বাড়ি-ঘরের ছাদে সোনারঙের খেলা. তখনও কানে আসছে ঘণ্টাধ্বনি। ঘণ্টার শব্দ বাজছে আমার বুকের মধ্যেও, কারণ আজই তো কৈশোর কেটে গিয়ে পুরুষমানুষ হিসেবে উন্মেষ ঘটল আমার। বাবার ব্যবসায়ে যেদিন অংশীদার হলাম কিংবা যে দিনটিতে পার্ল অভ হেভেন তুলে আনলাম লেগুন থেকে. সে দিনগুলো নয়-সত্যিকারের পুরুষমানুষ হিসেবে আজই প্রথম নিজেকে স্বীকৃতি দিল র‍্যামন সালাজার।

বাড়ি ফেরার পথে. মার কাছে কি গল্প ফাঁদব ভাবতে ভাবতে চললাম। নিশ্চিত জানি. মা আমার অভিজ্ঞতার কথা ততটুকুই বিশ্বাস করবে. ছোটবেলায় আমি তার বলা গল্প ঠিক যতটুকু বিশ্বাস করতাম।

***